ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-342 ■ 20 September, 2024 ■ আগরতলা ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৩ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

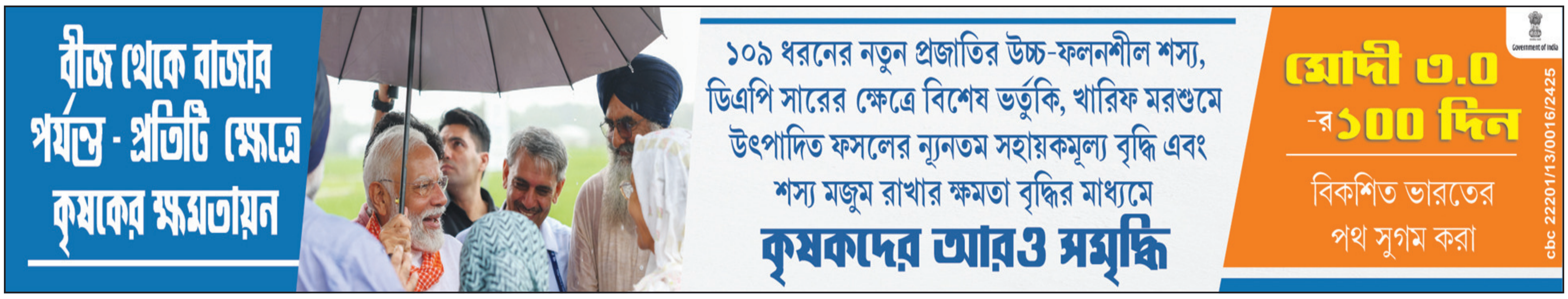

রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নতির জন্য পর্যটন নীতি চালু করা হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে বর্তমান সরকার। এরই ফলস্বরূপ গত কয়েক বছরে রাজ্যে পর্যটকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ বিগত সরকারের আমলে পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়নে কোন নজরই দেওয়া হয়নি। বৃহস্পতিবার ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার সানাইয়া রিয়াং পাড়ায় সুলমা ডোঙ্গুর তুইসোই ওয়াটারফল পর্যটন কেন্দ্রে নতুন সুবিধার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

পর্যটন সমৃদ্ধ ত্রিপুরায় দেশ ও বিদেশের পর্যটকদের আকর্ষিত করতে কমলপুর মহকুমায় অবস্থিত এই মনোমুগ্ধকর পর্যটন কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী ও পর্যটন মন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হয় নতুন সুবিধা। উদ্বোধকের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এখানে না আসলে বোঝা যেত না যে এত সুন্দর একটা ঝর্ণা রয়েছে। চাক্ষুষ করলে বোঝা যায়। দূর থেকে অনেক সময় অনেক রকম মনে হয়।

অনুষ্ঠানে ছোট ছোট মেয়েদের ব্যাম্বো ড্যান্স ও গান পরিবেশন খুবই ভালো লেগেছে। সত্যিকার অর্থে তারাই আজকের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করলো। আর এটাকে কাজে লাগিয়ে আগামীদিনে পর্যটকরা যখন এখানে আসবেন তখন ঝর্ণার দৃশ্য উপভোগ করার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও উপভোগ করতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময় বলেন আত্মনির্ভর ভারত, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা। এখান থেকেও উপার্জনের সুযোগ হতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা থেকে এই ঝর্ণার দূরত্ব প্রায় ১৩০ কিলোমিটার। ত্রিপুরা সম্পর্কে অনেকের ধারণা নেই। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলিকে আমরা পর্যটন ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রী বিকাশের দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যপালের দ্বারস্থ প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাজ্য পালের দ্বারস্থ হলেন প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল।

এদিন কংগ্রেস নেতৃত্বরা বলেন, বিধানসভা অধিবেশনে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনসহ কংগ্রেসের বাকি বিধায়কেরা অভিযোগ করেছিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার আর্থিক দুর্নীতি রয়েছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনাও হয়েছে বিধানসভায়। এমনকি সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী সম্পত্তির সততাও স্বীকার করেছেন বলে দাবি করেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। কিন্তু ২০২৩ সালে নির্বাচনের সময় বিকাশ দেববর্মা তার সম্পত্তির উল্লেখ করেননি এফিডেভিডে। এমনই দাবি করেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। তাই এই বিষয়টি বিবেচনা করে তদন্তের জন্য এদিন রাজ্যপালের কাছে দাবি জানান কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, প্রাক্তন বিধায়ক অশোক দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অতিশ্রীর শপথ ২১শে

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর, শনিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন অতিশী মারলেনা। বৃহস্পতিবার আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। এএপি জানিয়েছে, ২১ সেপ্টেম্বর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন অতিশী। অতিশী ছাড়াও আরও কয়েকজন দিল্লির মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ওই দিন। দিল্লি সরকারের নতুন মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন সুলতানপুর মাজরা থেকে এএপি বিধায়ক মুকেশ আহলাওয়াত। এছাড়াও এএপি বিধায়ক সৌরভ ভরদ্বাজ, কৈলাশ গেহলট, গোপাল রাই এবং ইমরান হুসেন আবারও দিল্লির মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন।প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রানীরবাজার দুর্গানগর এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে

ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরি করাই আসল লক্ষ্য ছিল ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। কালী মূর্তি ভাঙ্গা এবং পরবর্তী সামগ্রিক ঘটনা একটি পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা। আসলে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরী করাই আসল লক্ষ্য ছিল। আজ রানীরবাজার দুর্গানগর এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রানীরবাজার ঘটনার পরের দিন সিপিএমের নেতৃত্বরা পরিদর্শনে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয় নি। আজ তৃতীয়বার চেষ্টা করার পর আসা হয়েছে।

তাঁর কথায়, কালী মূর্তি ভাঙ্গা এবং পরবর্তী সামগ্রিক ঘটনা একটি পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা। ওই রাতে রামের স্লোগান দিয়ে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে আক্রমণ করা একদম ঠিক হয়নি। আসলে দুষ্কৃতকারীরা বাড়ি চিহ্নিত করে আক্রমণ করেছিল। বাড়িঘরে লুটপাট চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে বহু মানুষ জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।এদিন তিনি আরও বলেন, ওই রাতে আক্রমণ প্রতিহত করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্যাতন ইস্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট মেমোরেন্ডাম বামফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এক মেমোরেন্ডাম পেশ করেছে ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি।

এই মেমোরেন্ডাম সম্পর্কে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন বাম নেতৃত্বরা। বিস্তারিত বলতে গিয়ে কমিটির কনভেনার নারায়ণ কর জানান, মূলত বর্তমান সময় সম্পর্কিত চারটি মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই মেমোরেন্ডামে। প্রথমে রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন এবং নারী সম্পর্কিত অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনায় কড়া প্রশাসনিক নজরদারির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষিকার বদলির প্রতিবাদে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ জেলা শিক্ষা আধিকারিক অফিসে জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত প্রমোদনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা মৌসুমী দেববর্মার বদলির আদেশ বেরিয়েছে শিক্ষা অধিকর্তার অফিস থেকে বিগত দুই মাস আগে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রিয় শিক্ষিকার বদলির আদেশ জানতে পেরে লাগাতর আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে স্কুলের গেইটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রিয় শিক্ষিকার বদলি আটকাতে চেষ্টা করে। প্রমোদনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা মৌসুমী দেববর্মা। শিক্ষা দপ্তর মৌসুমী দেববর্মার পরিবর্তে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অপর আরেকজন শিক্ষিকা ফরিদা বেগমকে নিয়ে এসেছে প্রমোদনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। যার ফলে মৌসুমী দেববর্মাকে তার নতুন কর্মস্থল বিশালগড় ইংলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আকস্মিকভাবে মৃত্যু জামা মসজিদের ইমাম ইসলামের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার উত্তর জেলার পূর্ব বটরসি ইমামের মৃত্যু ঘিরে সার্বিক স্তরে স্তব্ধতা নেমে এসেছে। ইমামের নাম ইসলাম উদ্দিন। তিনি দুই মাস হয়েছেন ইমাম হিসেবে যোগদান করেছেন। জামা মসজিদে যোগদান করার সময় উনার প্রতিদিনের খাবার এবং টিফিন এলাকাবাসীরা ঠিক করে দিতেন। আজ সকালে জামা মসজিদের সেক্রেটারি আলাউদ্দিনের ছেলে ইসলাম উদ্দিনের জন্য খাবার নিয়ে গেলে দেখেন দরজাটা খোলা। তিনি উল্টে পড়ে আছেন। সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে ইমামকে মৃত অবস্থায় পায়। তারা ধর্মনগরের জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় ইমামকে। সেখানে কর্তব্যরত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন দিনের শিশুর সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। তিনদিনের শিশুর সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে হাপানিয়া ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ টিচিং হাসপাতালে। আগরতলা আইজিএম হাসপাতালে জন্ম নেওয়া শিশুটির পেটের নাড়ি ভুড়ি সহ লিবার বুকের ডানদিকে ফুসফুসের জায়গায় চলে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ আইজিএম হাসপাতাল থেকে তাকে রেফার করা হাপানিয়া হাসপাতালে। সেখানে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর অনিরুদ্ধ বসাক এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন। দীর্ঘ দুই ঘন্টা অপারেশন করে সফল হন বসাক বাবু। এখন শিশুটি সুস্থ রয়েছে।

জাগরণ আগরতল ২০ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
৩ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

পাকিস্তানকে কড়া চিঠি

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের নানা বিষয় নিয়া বিতর্ক ক্রমশ বাড়িতেছে। সুযোগ পাইলেই পাকিস্তান বিশ্ব দরবারে ভারতের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এই ধরনের প্রয়াস নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক। সিন্ধু জলচুক্তিতে সংশোধন দিল্লির পুরনো দাবি। দুই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদীর সিংহভাগ জল ব্যবহার করে পাকিস্তান। পাশাপাশি ভারতের নদীবাঁধ দেওয়া নিয়াও ইসলামাবাদের প্রবল আপত্তি। এই নিয়া আন্তর্জাতিক মঞ্চে নালিশ জানানো পাক কূটনৈতিক কৌশল হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় নতুন করিয়া সিন্ধু জলচুক্তি সংশোধনের দাবিতে পাকিস্তানকে কড়া নোটিস পাঠাইল ভারত। ৯ বছরের আলোচনার পরে ১৯৬০ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় সিন্ধু জলচুক্তি সই করে ভারত ও পাকিস্তান। চুক্তি অনুযায়ী, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার জলের উপরে পাকিস্তানের অধিকার ৮০ শতাংশ, ভারতের ২০ শতাংশ। তবে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ভারত ওই জল ব্যবহার করিলেও তা আটকাইতে পারিবে না পাকিস্তান। অথচ কিষেণগঙ্গা এবং রাতলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়িয়া ভারত জল আটকাইয়া দিয়াছে বলিয়া ২০১৬ সালে অভিযোগ করে পাকিস্তান। এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতেরও দ্বারস্থ হয় তাহারা। ভারতের অভিযোগ, এই একতরফা পদক্ষেপ আদতে সিন্ধু জলচুক্তির নবম ধারার লঙ্ঘন। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হইয়াই ৩০ আগস্ট, ২০২৪-এ নতুন করিয়া চুক্তি সংশোধনের নোটিস পাঠাইল নয়াদিল্লি।১৯৬০ সালের চুক্তি মতে শতদ্রু, বিপাশা, রবি নদীর জল ব্যবহার করিবার পূর্ণ অধিকার রহিয়ায়েছে ভারতের। সিন্ধু, ঝিলম ও চন্দ্রভাগার অধিকাংশ জলের ভাগ পাইয়াছে পাকিস্তান। তবে ওই নদীগুলিতে শর্তসাপেক্ষে বাঁধ তৈরি করিতে পারে ভারত। সেইমতো জম্মু-কাশ্মীরে ঝিলম নদীতে কিষেণগঙ্গা ও চন্দ্রভাগায় রাতলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়িয়া তুলিয়াছে ভারত। আর এতেই প্রবল আপত্তি ইসলামাবাদের। পড়শি দেশটির অভিযোগ, কিষেণগঙ্গা ও রাতলে প্রকল্পের নকশায় ত্রুটি রহিয়াছে। ফলে সিন্ধু জলচুক্তির শর্ত লঙ্ঘিত
হইয়াছে। বিষয়টি মিটাইতে বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছে সালিশি আদালত গড়িবার আরজি জানায় পাকিস্তান। অন্যদিকে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞকে দিয়া প্রকল্পের নকশা পরীক্ষা করানোর আরজি জানায় ভারত। শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়াইয়া নয়াদিল্লি অনুমতি পায়।চুক্তি অনুযায়ী ১৬.৮ কোটি একর-ফিট জলের মধ্যে ৩.৩ কোটি একর-ফিট জল পাইবে ভারত। বর্তমানে প্রাপ্য জলের ৯০ শতাংশের সামান্য বেশি ব্যবহার করিয়া থাকে সীমান্তবর্তী একাধিক রাজ্য। এছাড়াও চাষের প্রয়োজনে জলসেচের জন্য ঝিলম, সিন্ধু এবং চেনার নদীর ৩.৬০ একর -ফিট জল ধরিয়া রাখিতে পারে ভারত। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরে সেই ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হয়নি। এর পরেও ইসলামাবাদের একাধিক আপত্তি নিয়া বিরক্ত ভারত নতুন করিয়া নোটিস পাঠাইল।

জওয়ান মণীশ থাপার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ মন্ত্রী গণেশ যোশীর

দেরাদুন, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের সেনাকল্যাণ মন্ত্রী গণেশ জোশী জওয়ান মণীশ থাপার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বৃহস্পতিবার। তিনি জওয়ানের বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তিনি প্রয়াত জওয়ানের পরিবারের সদস্যদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। উল্লেখ্য, জওয়ান মণীশ থাপা ১/৫ জিআর (এফএফ) গোর্খা রাইফেলের একজন হাবিলদার ছিলেন। জানা গেছে, তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে নিযুক্ত ছিলেন। বুধবার সকালে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয় এবং তিনি দিল্লিতে মারা যান। বৃহস্পতিবার হরিদ্বারে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

পাঁশকুড়ায় বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন মমতা, দুষলেন কেন্দ্রকে

পাঁশকুড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে সরজমিনে ঘটনাস্থলে গিয়ে, বন্যার জলে হেঁটে বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসি (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন)-কে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুষলেন কেন্দ্রীয় সরকারকেও।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁশকুড়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'আমি জানি না কেন কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়টি ডিভিসি (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন)-র কাছে উত্থাপন করছে না, তাঁরা বাংলায় সমস্ত জল ছেড়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপের কারণে কেন বাংলা বন্যা হবে? আমি দুঃখিত, কিন্তু এই জল বাংলার নয়, এসব ঝাড়খণ্ডের পাঞ্চেতের জল কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা, ডিভিসি থেকে আসছে।'

বাঁকুড়ায় খাল থেকে থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির পচাগলা দেহ

বাঁকুড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাঁকুড়ার তালডাংড়ার আধকড়া গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় খাল থেকে থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির পচাগলা দেহ। তিন দিন ধরে খোঁজ মিলছিল না। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নিতাই দুলে। বাড়ি তালডাংরা থানার আধকড়া গ্রামে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত তিনদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন আধকড়া গ্রামের বাসিন্দা নিতাই দুলে। বিভিন্ন আত্মীয় বাড়িতে খোঁজ নিয়েও তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রাম লাগোয়া স্থানীয় খালে ওই ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেওয়া হলে তালডাংড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়।

আচমকাই সিবিআই দফতরে কুণাল ঘোষ, জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আহ্বান

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আচমকাই সিবিআই দফতরে পৌঁছলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। কেন তিনি সিজিও কমপ্লেক্স-এ সিবিআই দফতরে পৌঁছলেন সে বিষয়ে, সাংবাদিকদের কুণাল বলেন, ব্যক্তিগত কাজে এখানে আসা। কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'আমার কিছু ব্যক্তিগত কাজ ছিল, যে জন্য আমি এসেছি, সেই সম্পর্কে মন্তব্য করার দরকার নেই।'জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেছেন, সরকার তাঁদের অনেক দাবি মেনে নিয়েছে। তাঁদের প্রধান দাবি হল ন্যায়বিচার এবং এ জন্য মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের পুরো দল, পুরো সরকার তাঁদের তাদের পাশে আছে। তাঁদের কাজে ফিরে যাওয়া উচিত।'

বিষণ্ণ আগমনী

আবার আসিব ফিরে- লাডেন লা রোডে, যেখানে না-ছাঁটা চা গাছ বৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার তলায় এক দল সুসজ্জিত তরুণী অপেক্ষা করছে। সেন্ট অ্যান্ড্রু'জ চার্চের পাশে থাকা সুপ্রাচীন লোরেটো কলেজ থেকে এসেছে তারা। উত্তেজিত ভাবে ফোনে যোগাযোগ হচ্ছে সেন্ট জোসেফ বা গভর্নমেন্ট কলেজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে।

আপনি তখন মল রোড থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে নিবে যাওয়া আলোর রেখা মাখা সূর্যাস্ত দেখে ফিরছেন। অবাক হয়ে ভাবছেন ওই যে হাসপাতালের সামনে থেকে মল বা চৌরাস্তায় এগিয়ে আসছে সাত-আটশো ছেলেমেয়ের দল, হাতে তাদের মোমবাতি বা ফোনের আলো; তবে কি আবার পাহাড়ে কোনও অশনি সঙ্কেত ঘনাল?

যদি এমনটা ভাবেন, তা হলে ভুল ভাবছেন। অভিমানে যারা বাকি ভারতভূমের সঙ্গে মত পার্থক্যে প্রায়শই দূরে থাকেন, তাঁরাই বিচার চাওয়ার জন্য একত্রিত হয়েছেন। অভূতপূর্ব একাত্মতায় অশুভের হাতে অকথ্য নির্যাতনের পর খুন হওয়া এক কন্যার জন্যে, আসন্ন শারদোৎসবের আগে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। মিরিক থেকে গরুবাথান, সেখান থেকে লংভিউ চা বাগান, যেখানে আমার আপনার অগোচরে অনেক দিন ধরে পারিশ্রমিক নিয়ে জোরদার আন্দোলন চলছে, সেখানেও প্রতিবাদের জন্য মিছিল বেরিয়েছে। তাদের পরোয়া নেই মূলধারার সংবাদের শিরোনামে আসার, নেতা-নেত্রী হয়ে ওঠার, এমনকি কেন তাঁরা এলেন, তার জন্য আলাদা করে কোনও ব্যাখ্যাও নেই।

সমতল থেকে চড়াইয়ের বাঁকে জবা, আম, জাম ছেড়ে আপনি পুষ্পহীন পাইন, ওক, বার্চ, চেস্টনাট, অল্ডারের মুখোমুখি হবেন। বৃষ্টিভেজা নবীন পত্রগুচ্ছ আপনাকে শারদ সম্ভাষণ জানাবে। পথের ধারে চিরাচরিত পোশাক পরা প্রৌঢ়া বুম ধরা সাংবাদিকের সামনে কড়া গলায় বলবেন, "অবশ্যই আমি প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি চাই। আমাদের মেয়েরা হাসপাতাল জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গে হলেও তো আপনারা এ ভাবেই এগিয়ে আসবেন!" এ ভাবেই আজ শুধু কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতা নয়, পাহাড় থেকে সমুদ্র-ঘেঁষা মফস্সলেও মানুষ পথে নেমেছে।

এক সময় সুবাস ঘিসিঙের আমলে দার্জিলিং পাহাড়ে পুজো হওয়া দুর্গার পোশাক নির্বাচিত হল স্থানীয় অধিবাসীদের পোশাকের অনুকরণে। আজ আসন্ন পুজোর দেবীর হাতে যেন হৃদস্পন্দন মাপার স্টেথোস্কোপ। রক্তের স্তূপে ছিন্নভিন্ন হয়ে থাকা আমাদের মেয়েটি যেন বলছে, অকালবোধনে আমার বিসর্জন ঘটে গেলেও আবার যেন নির্ভয়ে কোনও মায়ের কোলে আমি জন্ম নিতে পারি। হিমালয়জায়া মেনকার গর্ভ যেন আজ আমাদের গর্ভরক্ষার ডাক দিয়েছে।

কাশফুল ফোটা সন্ধ্যায়- ক্যালেন্ডার জানাচ্ছে, আর ক'দিন পরেই দুর্গাপুজো। শিউলি একটি-দু'টি ঝরছে, কিন্তু কাশফুল পূর্ণোদ্যমে তার সাদা চামর দুলিয়ে হাজির। শরতের নীল আকাশে সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ থাকার কথা এই সময়, কিন্তু বর্ষার কালো ভারী মেঘের ভ্রুকুটি থামছেই না। কোথাও জলের ছোবলে তলিয়ে যাচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম, পাড় ভাঙছে নিয়ত, মালদহের ভূতনিতে লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া। শহরেও জল গিলে নিচ্ছে দৈনন্দিন জীবন। এই উৎসব ঘিরে বহু মানুষের সারা বছরের রোজগার নির্ভর করে। মাটি ফেলে মণ্ডপ ঠিক করা থেকে প্যান্ডেলের বাঁশের জোগানদার, মৃৎশিল্পের প্রয়োজনীয় মাটি সরবরাহকারী, প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আসা ঢাকি, আলোকসজ্জার সাধারণ কারিগর কাকে ছেড়ে কার কথা বলি! এই সময়ের সংগৃহীত অর্থ দিয়েই শ্রমিক বাবা-মা শেষবেলায় ছোট মেয়ে ও ছেলে দু'টির জন্য ফুটপাত থেকে জামাকাপড় কেনেন। পদ্মচাষি সারা বছর জলের জোঁক তাড়িয়ে ফুল তোলার অপেক্ষায় থাকেন। দেবী সপরিবার বাবা-মায়ের বাড়ি এলে ভক্তের অঞ্জলির পাশে তাঁদের পাতেও দু'-এক টুকরো মহার্ঘ ফল-মাছ-মাংস জোটে। এঁরা পুজোয় কাজে লেগে পড়েন এ সময়ে, কিন্তু এ বারে তাঁদের মধ্যেও খানিকটা আলোড়ন। পথেঘাটে এখন আর কান পাততে হয় না। এমনিই কথা এসে পড়ে। মিস্তিরি থেকে লোকাল ট্রেনে ফেরা সাত বাড়ি কাজ সারা মেয়েটি, সবার মুখেই নানা অত্যাচার, অবিচারের কথা। একে "সত্যযুগ এসে গেছে" বলে ব্যঙ্গ করার কোনও কারণ নেই। দেশ আক্রান্ত হলে যেমন সর্বদল একজোট হয়, দেশের ভিতরের সমস্যা পরে বুঝে নেবে বলে ভাবে, ঠিক সে ভাবেই "একমাত্র" ঘটনার বিচার চাইছেন তাঁরা। সমস্যার পাহাড় এনে গুলিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা হচ্ছে, প্রতিবাদীরা নিজেরাও সব সময় বুঝে উঠতে পারছেন না, কিন্তু সব মিলিয়ে যে জোয়ার, তাকে ঠেকায় কে? সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি সহ্য করে এসেছিল জনগণ। "এ" ভেবেছিল, "ওর" সমস্যা, আমার কী তাতে? "ও" ভেবেছিল, আমি তো খেতে পাচ্ছি, তা হলেই হল। ভয় কে না পায়? অপমানের ভয়, একঘরে হয়ে যাওয়ার ভয়, মৃত্যুর ভয়। সাধারণ, পিঁপড়ের মতো ক্ষণিক জীবনের আশঙ্কা নিয়ে আমরা যারা বেঁচে থাকি, দশপ্রহরণধারিণীর প্রতি এই জন্যই তো আমাদের এত ভক্তি, প্রার্থনা। একের হাতে যা শক্তি নেই, দশের হাতে আছে। তাই এ বারের বিষণ্ণ প্রতিমা নিজে যতই অনুজ্জ্বল থাকুন, আমাদের মনে একটা আলো জ্বলে উঠেছে, এ দেখে নিশ্চিত আশ্বস্ত হবেন।

বিপদে মোরে রক্ষা করো,এ নহে মোর প্রার্থনা সাম্রাজ্য হারানোর ভয় শাসককে মরিয়া করে তোলে। ১৯১৯ সালের ১০ মার্চ বলবৎ করা হয় রাওলাট আইন। পঞ্জাবের অমৃতসরে ১৩ এপ্রিল ডাকা হয় প্রতিবাদ সভা। জালিয়ানওয়ালা বাগ উদ্যানে পঞ্জাবের অন্যতম বৃহৎ উৎসব বৈশাখীর দিনটি রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল কুখ্যাত হত্যাকাণ্ডে। সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশিপ থেকে পঞ্জাব জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ায় সেই সংবাদ অন্যত্র পৌঁছতে দেরি হচ্ছিল স্বভাবতই। বিচলিত রবীন্দ্রনাথ গান্ধী-সহ বড় কোনও নেতাকেই পাশে পাননি। হতোদ্যম হননি তাতে। অন্তরে বিপুল বেদনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই দিনই সিদ্ধান্ত নেন জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া "নাইটহুড" উপাধি ত্যাগ করে চিঠি লিখবেন। রবীন্দ্রনাথের ক্রোধের ভাষা যদি একটু নরম করা যায়, এমন একটা প্রস্তাব ছিল অ্যান্ড্রুজেরও। যথারীতি রবীন্দ্রনাথ ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। একক ও সাহসী প্রতিবাদের পর রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নিজের দেশেই নানা সমালোচনা শুরু হয়। সে দিন যে প্রতিবাদে কবি নিঃসঙ্গ ছিলেন, এমনটাই স্বাভাবিক আমরা ধরে নিয়েছিলাম। কোনও অন্যায়-অবিচারে কিছু অ-সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করবেন, বাদবাকি আমরা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করব বা জল মেপে যাব, এই যেন আমাদের মাথায় ঢুকে গেছিল। সংবাদে জানা যায়, প্রায় কাউকেই রবীন্দ্রনাথ পাশে পাননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরানী এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় ভাষায় কবিতা লিখেছিলেন। পঞ্জাবের রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। আজ দেখছি একের পর এক লেখক, নাট্যকার, অভিনেতা তাঁদের পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন। যাঁরা ফেরাতে পারছেন না কিছু বাধ্যবাধকতায়, তাঁদেরও কেউ কেউ পিছন থেকে সাহায্য করছেন। প্রতিটি স্তরের প্রতিটি বয়সের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে। সমাজমাধ্যমে এক জন ঠিকই বলেছেন, আগে মিছিলের জন্য লোক খুঁজতে হত। এখন মানুষ যোগ দেবে বলে মিছিল খুঁজছে। রবীন্দ্রনাথের "শারদোৎসব" নাটকে লক্ষেশ্বর বলে, "ভারী বিশ্রী দিন! আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি নে।" চিরকাল এমন মন চঞ্চলের দিনে সম্রাটের দর্প উৎসবের আন্তরিকতা পণ্ড করে দেয়। ওই নাটকের সন্ন্যাসী যিনি নিজেই স্বয়ং রাজা বিজয়াদিত্য, তিনি বলছেন, "দেখো আমি কৌপীন পরে এবং গুটি কতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম আর ওই চক্রবর্তী-সম্রাটটা সমস্ত সৈন্য সামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই করতে পারে!" আমরাও দেখি, যে পুজো ছিল চাঁদা তুলে বারো ইয়ারের বা বন্ধুদের, জৌলুস থাকলেও তা বিজ্ঞাপনের, জনগণের থেকে সংগ্রহের, সেখানে আমার আপনার করের টাকায় সরকারি দাক্ষিণ্য এসে গেল। ক্লাবগুলি যে প্রত্যাখ্যান করবে সে সাহসও নেই। কিন্তু একের বদলে যদি দশ হয়, ভয় ভাঙে মানুষের। রবীন্দ্রনাথেরই "মুক্তধারা" নাটকে নরসিং বলে, "বাধা কত দেবে? মরতে মরতে গেঁথে তুলব। উত্তরে বিভূতি বলে, "মরবার লোক বিস্তর চাই"। কঙ্করের উত্তর এল, "মারবার লোক থাকলে মরবার লোকের অভাব ঘটে না।" এই 'মুক্তধারা'য় বাঁধের বন্ধন যে খুলবে, "তার রক্ষা নেই, বন্যায় তখনই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে" জেনেও প্রাণ মুক্ত করার জন্যে, অবরুদ্ধ স্রোতকে অর্গলহীন করতে কাউকে তো এগিয়ে আসতেই হয়। তাই স্বয়ং যুবরাজ অভিজিৎ সেই বাঁধ ভেঙে দিলেন। "মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল"। এই মুহূর্তে একটি প্রাণের মূল্যে দেশের জাগরণ আমরাও দেখছি।

প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য বাড়ির সামনের পার্কে রোজ কোনও না কোনও ব্যানারে জমায়েত। মিছিলে বিচিত্র মানুষের, নানা পেশার, নানা বয়সের মানুষের আনাগোনা। গভীর বিস্ময়ে দেখি, ঢাকে কাঠি পড়ার সময় এসে গেলেও এ বারে কারও মনে যেন সেই "পুজো আসছে" ভাবটা নেই। এক বৃদ্ধা পার্কের বেঞ্চে বসে জিরোচ্ছেন। পাশে দু'-তিনটে বিভিন্ন বয়সের ছেলেপুলে। আসন্ন দুর্গাপুজোর ফ্লেক্স টাঙানো দেখে অসহিষ্ণু কিশোরী বলে ওঠে, এই অবস্থায় পুজো করার মানে কী? আটপৌরে বৃদ্ধার উত্তরে কান পাতলে শুনতে পাবেন, তিনি খানিক আশ্বাস ও বিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলছেন,"ওই সরস্বতী হলি তোরা, লেখাপড়া গান নাচ ছবি আঁকার দেবী। আর ওই লক্ষ্মী, বাড়িতে শ্রী আনেন, অর্থসম্পদ তো বেঁচে থাকতে গেলে মানুষ চাইবে। বিপদ এলে কার্তিকবাবু দেশ বাঁচাবেন। গণেশ আছেন সব কাজে। আর ওই যে তাঁর হাতির মুখ, মানে বুনোরাও সঙ্গে থাকল পুজোর আসনে। সিংহ তো আছেই, ময়ূর থেকে ইঁদুর সবাইকে ফুল বেলপাতা ছুঁড়ে অঞ্জলি দিস তো তোরা। আর স্বয়ং মা দুগ্গা, দেবী আছেন সব অশুভকে বিনাশ করার জন্য। নানা রূপে তাঁকে আসতে হয়। মাঝে মাঝে আত্মাহুতি দিতে হয়। তার পর শিব সেই খণ্ড খণ্ড দেহ নিয়ে প্রলয় নাচেন। প্রতিকার না হলে সৃষ্টি রুদ্ধ হয়। প্রকৃতি ও প্রাণ ধ্বংস হয়..." আপনি এই প্রৌঢ়ার শিশু- ভোলানো গল্পে মুগ্ধ হতে না-ই পারেন, কিন্তু জীবনে কোনও মিছিলে পা না বাড়ানো বয়স্ক মানুষটিকে ঘামে বৃষ্টিতে ভিজে অপেক্ষা করতে দেখে বিস্মিত হবেন অবশ্যই।

ঐক্যবদ্ধ: বিচারপ্রার্থী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ। গত ৪ সেপ্টেম্বর বুধবার, শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে। ছবি সুদীপ্ত ভৌমিক।

যে গার্সিয়া মার্কেসের রচনার অবিশ্বাসের বাস্তবতা বাঙালিকে চিরচমকিত রেখেছে, ওয়েব সিরিজের হাড় হিম প্লটে যার দিনপ্রতি স্ক্রিনটাইম আট ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, সেও অবাক হয়ে দেখছে, আর জি করের ঘটনায় কী রকম নিশ্ছিদ্র এবং জটিল প্লট বোনা হচ্ছে। সমুদ্র উত্তাল, সুনামি স্রোতে সত্য-মিথ্যে গুলিয়ে যাচ্ছে। জনতা এত দূর উত্তেজিত যে, এত দিন ক্ষমতার আশেপাশে থাকা সুযোগসন্ধানী মানুষগুলিকে সামনে পেলেই তীব্র ভাবে আঘাত করছে। কেন এমন হচ্ছে ভাবতে গেলে উত্তর পেয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম থেকে প্রমাণ মুছে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা এবং সেটি প্রায় জনগণের চোখের সামনে, নাকের ডগায় বসেই। এই অপরিসীম অহঙ্কার, তীব্র আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত ঘৃণা আছড়ে পড়বেই। ভয় এক বার ছিন্ন হলে তাকে হুমকি দিয়ে, লোভ দেখিয়ে দমন করা কঠিন। ছেঁড়া-ফাটা নানা বিষে জর্জরিত ভারতের একটাই জিনিস আছে। ভিতরে প্রোথিত গণতন্ত্রের বোধ। তাই অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠাতাদেরও জনগণের ভোটে হেরে যেতে হয়। সাদা অর্কিডের দেশে-খারসং, কার্শিয়াং নামের মানে নাকি ল্যান্ড অব হোয়াইট অর্কিড। এই পাহাড়ের দুর্গাপূজার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। তিনধারিয়ায় রেলবাবুদের উদ্যোগে যে দুর্গাপুজো হত, এখন তা স্থানীয় জনগণের পুজো। কার্শিয়াংয়ে দীর্ঘ দিন ধরে বাঙালিদের সঙ্গে বা পাশাপাশি নেপালিরা পুজোয় যুক্ত আছেন। চল্লিশের দশকের দুর্গাপুজোর এমন বর্ণনা পাই কল্যাণী হালদারের "স্মৃতির মালিকা" বইয়ে "কয়েকবার পুজোর সময় ছিল খুব সকালে। রাত তিনটায় বসাক মাস্টারমশাই এক হাতে লণ্ঠন অন্য হাতে লাঠি (তখনও নির্জন,জীবজন্তুর ভয়) মুখে হরি নাম। চলেছেন নয়া কামান রেল কলোনি থেকে রাজেশ্বরী হল (যেখানে দুর্গাপূজা হবে) মহিলাদের রক্ষক হয়ে। পূজা মণ্ডপে এত রাত্রে মেয়েরা আসবে একা একা? তা কি হয়? স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব মাস্টারমশাই প্রাণবল্লভের।" পুজোর আগে-পরের কত না গল্প! "মহালয়ার দিন ভোরের শিলিগুড়িতে প্রতিমা আনতে যাওয়া। পুজোর উপকরণ সহ প্রতিমা নিয়ে ফিরতে কখনো রাত ১২টা হয়ে যায়। পাহাড়ি পথের ট্রাকের মধ্যে বালি বিছিয়ে ওই ভারী প্রতিমা ধরে বসে আসা সহজসাধ্য নয়" সে আমলেই কার্শিয়াং এলাকা জুড়ে কত না পুজো। সুবিখ্যাত মকাইবাড়ি, কার্শিয়াং টিবি স্যানাটোরিয়াম, ডাওহিল ভিক্টোরিয়া ফরেস্ট তিনের সংযুক্ত পুজো, অম্বোটিয়া ফাটক, গুর্খা লাইব্রেরি। লেখিকা জানাচ্ছেন, "সেখানে ওঙ্কারনাথের শিষ্য ভার্মাজির খেয়াল আঙ্গিক ভজন শোনা থেকে মেয়েরা করেছিলেন চা খাবারের স্টল, হাতের কাজের প্রদর্শনী।" সেখানেও চলছে মানববন্ধন। আলো নিবিয়ে মোমবাতি মিছিল। আজ প্রাকুজোর কেনাকাটার সময় হাতে রংবাহারি ছাতা এবং পরনে সাম্প্রতিক ফ্যাশনের পোশাক, তীব্র তরুণ বা তরুণীটি আপনাকে জোর গলায় বলবে, "আমরাও ওই আন্দোলনে আছি। হ্যাঁ, পুজো হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখার জন্য টান-টান বসে আছি আমরা।" আজকাল ওই সাদা অর্কিডের দেশে লালিগুরাস বা লাল রডোডেনড্রনের প্রকোপ বেশি। যে কোনও আন্দোলনেই তাদের নাছোড় অবস্থান আমরা দেখেছি। এ বছর ধসে বিপর্যস্ত কালিম্পংগামী জাতীয় দশ নম্বর জাতীয় সড়ক। তিস্তার খাত উঁচু হয়ে যাওয়ার কারণে এক দিনের বৃষ্টিতেই কিছু দিন বাদে বাদে জলের তলায়। প্রাণ হাতে করে সেই এলাকা থেকেও এ দিক-ও দিক জমায়েতে গেছে অনেকে। এই ধস- বিধ্বস্ত, তিস্তা-প্লাবিত এলাকায় গত বছর থেকেই নমো-নমো করে পুজো সারা হয়। এ বারেও হয়তো সেখানে ছোট্ট কোনও চালার নীচে দেবী আসবেন। ঝোরার ধারে বিসর্জনের কাঠামো পড়ে থাকার আগে অবধি এলাকাবাসী মণ্ডপে বসে থাকবেন। তবে অবধারিত ভাবেই তাদের চর্চায়, বিচারের আশায় থাকবে সুদূর বঙ্গ-রাজধানীর এক নির্যাতিত কন্যা। শুরুর শুরু- বয়স বাড়তে থাকলে মেয়েদের ঘাড়ের অস্থি ও স্নায়ুঘটিত সমস্যা আসে। কারণ ব্যাখ্যা করতে হরমোন-জনিত প্রাকৃতিক ক্ষয়ের বাইরেও আর একটি কথা বলেছিলেন প্রখ্যাত ফিজিয়োথেরাপিস্ট। বাড়ির বাইরে রাস্তার মোড়ে, চায়ের দোকানে আড্ডারত ছেলেদের দলের সামনে দিয়ে যেতে হত তাকে। উড়ে আসত তার স্বাস্থ্য শরীর এবং গঠনের ত্রুটি নিয়ে যৌনগন্ধী ও ব্যঙ্গাত্মক শব্দ ও বাক্যবাণ। বালিকা থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় অবশ্যম্ভাবী শারীরিক পরিবর্তন ঢাকার জন্য ক্রমাগত আঁচল, ওড়না টানা, হাত দু'টি দিয়ে আড়াল করার পরেও ঘাড় ঝুঁকিয়ে অধোবদনে চলাফেরা করত মেয়েটি। এই যে কৌতূহলী ও লোলুপ চোখের সামনে দিয়ে তার চলাফেরা, তাতেই মেয়ে হওয়ার অস্বস্তিতে ঝুঁকে যেত সে। ফলে একটু বয়স হতেই ঘাড়ের সমস্যা। ডাক্তার বললেন, মেয়েদের এই অস্বস্তি থেকে ঝুঁকে বসার জন্য বেশি বয়স হলে পিঠে ঘাড়ে ব্যথা শুরু হয়। এই মেয়েরা বাড়িতে শুনছে, দিনকাল ভাল নয়, সাবধানে বেরোও, দেখেশুনে ফিরো। বাইরে ভিড়ের ভিতর সুযোগ বুঝলেই নিষ্পেষণের অপমান, তুলনায় কম অপরাধের মতো ইঙ্গিতময় গানের কলি। মেয়েটি পথে বাসে ট্রেনে কোনও সময় অন্যমনস্ক থাকতে পারে না। মনে মনে মেয়েটি যে ক্লাসের পড়াশোনা ঝালিয়ে নেবে, কারিগরি বিদ্যা শিক্ষার হিসাবগুলো মনে মনে সাজাবে, এমনটা হবে কী ভাবে? গণপরিবহণে যাতায়াত করতে গেলে তাকে তখন শরীর বাঁচিয়ে চলার কথাই মাথায় রাখতে হয়। সে যে তখন তার অধীত বিষয়ের ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার নতুন কোনও ত্রুটির কথা ভাবতে পারবে বা অস্থিবিদ্যায় মনোনিবেশ করবে বা কবিতার টুকরো কথাগুলি মনে মনে সাজাবে বা নিছকই ঢুলে পড়তে পারবে এমন তো হওয়া সম্ভব নয়। যে অপরাধে প্রতিবাদী ছেলেটিকে পাঁচতলা থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায়, অথবা মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া যায়, ঠিক সেই অপরাধে তাকে গুলি করে না মেরে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে মনে করে ছিন্নভিন্ন করা হয়। মেষপালকদের শিক্ষা দিতে তাদের অবোধ বালিকাটিকে দিনের পর দিন মন্দিরে রেখে পুরোহিত ও সঙ্গীর দল ধর্ষণ করে। পুরুষ-প্রাধান্যের সমাজ এই মেয়েটির মতো আরও অনেক মেয়েকে তার অজান্তে ঘাড় ঝুঁকে আসার হাড়ের অসুখ ধরিয়েছে। যতই দেবীপূজা করি, রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমাদের পুরুষতান্ত্রিকতা। আক্রান্ত নারীর উপর অপরাধের দায় আরোপ করে হাঁপ ছাড়ে সমাজ। মেয়েটিও অস্বস্তিতে ভয়ে কুঁকড়ে থাকে। আর চোর কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত হয়ে ওঠে। প্রার্থনা, এ বার পুজোয় মেয়েটি যেন দেবী দুর্গার মতো সতেজ ভঙ্গিতে, বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারে। আঁচল আর ওড়নার আড়ালের যেন আর দরকার না পড়ে তার।

জাগরণ হেমবর্ণ- আজ আপনাদের এক অলৌকিক গল্প বলতে এসেছি আমরা। কাশফুল ফোটা সন্ধ্যায় যেন এমন খোয়াবেই মন যায়। কলকাতা ছাড়াও ওই যে মেদিনীপুর বাজারে জমায়েত দেখছেন, বীরভূমের কঙ্কালীতলায়, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, নৈহাটি, শেওড়াফুলি আর সুদূর উত্তরে অসম ছোঁয়া বারবিশা আর ডুয়ার্স ছুঁয়ে নবীন শিলিগুড়ি, প্রাচীন জলপাইগুড়ি উত্তরে বর্ষা আর হিম ঠান্ডার পর্বত- শহর-গ্রাম সব মিলে গেল একটি নামে, একটি স্লোগানে। স্বাধীনতা আন্দোলন দেখিনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠিত মিছিল বাদে এমন গণজাগরণ এ দেশে দেখিনি কোথাও। সবার মুখে ওই একটিই কথা, তিলোত্তমা, তোমার বিচার চাই।

আপনার চার পাশে এখন যেন এক রকম দৃশ্য। শেষ বিকেলে যে কাজের মেয়েটি এসে ঘণ্টাচারেক থেকে যেত, সে তার রুটিন বদলে ফেলেছে। তার টিউশনে যাওয়া মেয়ে এত দিন একাই যাতায়াত করত। এখন মা তাকে দিতে যায়, নিয়ে আসে। এক নবীন কীর্তনসম্রাট নানা ভাবে বৈষ্ণব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। আপনি দেখতে পাবেন, দু'হাত তুলে হরিবোল ধ্বনিতে ভাবাবেগের প্রারম্ভে তিনিও সংসারে দেবতা এবং চিকিৎসককে এক আসনে বসিয়ে বিচার চাইছেন। পাড়ার ফুচকাওয়ালা শহর ছেড়ে দূরে একটা আস্তানা গড়ার জন্য টাকা জমিয়েছিলেন। তিনি বললেন, অতিরিক্ত খরচা করে শহরের মধ্যে সদর্থেই এক ফালি জমি নিলেন। যদি বলেন, "এখানে তো কোনও দিন প্ল্যান পাস হবে না। কিনলেন কেন?" উত্তরে শুনবেন, "ঝুপড়ি করে থাকব। চাই নে বাবা পাকা ঘর। মেয়েটা ঘিঞ্জি এলাকায় সবার চোখের সামনে যাতায়াত করবে।" বিশেষ ভাবে সক্ষম মানুষেরা মিছিলে এলেন। কোনও কোনও যৌনকর্মী বললেন, দুর্গাপূজার সূচনার প্রয়োজনীয় মাটি তারা দেবেন না। ভিন্ন যৌনতার মানুষগুলি একের পর এক মিছিল করলেন। কবে আমরা সংখ্যাগুরুর পাশে সংখ্যালঘুদের এমন ভাবে একত্রিত হতে দেখেছি?

পূজোর উদ্যাপন অবশ্যই হবে, কিন্তু বিষণ্ণতা একটা কুয়াশা মশারির মতো ঢেকে রাখবে আমার আপনার মনের শুভ উৎসব। নিজের জীবনের বিনিময়ে একটি মেয়ে যেন কোটি মানুষের হৃদয় জুড়ে দিয়ে গেছে। মধ্যবিত্তের মানসিক নৈতিক অবক্ষয় ঢাকের চড়াম চড়াম শব্দে ধসে তলিয়ে গেছে, এমনটাই স্বতঃসিদ্ধ মেনে নিয়েছিলাম। আশৈশবের মূল্যবোধ, শিক্ষা যেন নিজের কাছে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হচ্ছিল। ল্যাম্পপোস্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার হাসি অবধি কিনে নিচ্ছিল স্পর্ধার আমিত্ব। আমরা যারা প্রতিদিনের অন্যায় দেখে চুপ করেছিলাম, তাদের জন্যেই বোধহয় লেখা হল "আসলে তো মনে মনে বলি, ঠাকুর, এটুকু দেখো আমাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেন না হারায় দেখো এঁটোকাটা ঠিক যেন জোটে আসলে তো বলতে চাই, কোথাও কিছু হয়নি, ওই মেয়েটিই আসলে গুজব" (অনিমিখ পাত্র) সমস্ত গুজবকে ভুল প্রমাণিত করে প্রকৃত অপরাধীরা সাজা পাক। এই আসন্ন শারদ উৎসবের প্রারম্ভে এ ছাড়া আর কী-ই বা চাইতে পারি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উৎসবের মরসুমে অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: উৎসবের মরসুমে ক্রমবর্ধমান ভিড় এবং যাত্রীদের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কয়েক জোড়া সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময়, গঠন ও স্টপেজ সহ চলাচল করবে। এই ট্রেন পরিষেবাগুলির মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে সেই রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরাও উপকৃত হবে।

সেই অনুসারে, ট্রেন নং. ০৫৬৭১ (গুয়াহাটি-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৭২ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-গুয়াহাটি) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ট্রেন নং. ০২৫২৫ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০২৫২৬ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা) সাপ্তাহিক স্পেশাল ১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ট্রেন নং. ০৫৭৩৪ (কাটিহার-অমৃতসর) সাপ্তাহিক স্পেশাল ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৭৩৩ (অমৃতসর-কাটিহার) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ট্রেন নং. ০৫৬৩৬ (গুয়াহাটি-শ্রীগংগানগর) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৩৫ (শ্রীগংগানগর-গুয়াহাটি) সাপ্তাহিক স্পেশাল ৬ অক্টোবর থেকে ১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবারে চলাচলের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক হিংসার দ্রুত অবসানের দাবি, শনিবার বাংলাদেশে বিক্ষোভ-সমাবেশের ডাক

ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অনতিবিলম্বে সাম্প্রদায়িক হিংসার অবসানের দাবিতে আগামী শনিবার ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে বিকেল ৪টায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের ডাক দেওয়া হয়েছে। ঢাকায় এই কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে। বৃহস্পতিবার ঢাকায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা করা হয়।

ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ এক বিবৃতিতে এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, ‘‘শেখ হাসিনা পতন-পরবর্তী সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে সাম্প্রদায়িক নৃশংসতার ঘটনাবলীর নির্মোহ ও নিরপেক্ষ তদন্ত জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে করার দাবি তোলা হয়েছে। পাশাপাশি, ১৯৯০-র অক্টোবর থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের উপর সংঘটিত সকল মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার ঘটনাবলীর তদন্তের দাবিও তোলা হয়েছে। বাংলাদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে জাতিসংঘের মহাসচিব ঙ্দ্রষ্ঠদ্রদ্বদ্র ওল্ডঠ্রন্ত্রন্-র কাছে এই আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এই তদন্তের মধ্যে দিয়ে ঠিক করা হোক সংখ্যালঘুদের উপর অব্যাহত হিংসার ঘটনাবলী রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক না সাম্প্রদায়িক। এসব ঘটনার জন্যে দায়ী ব্যক্তিদেরও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর উপর সংবাদ সম্মেলনে জোর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ২০০১ থেকে ২০০৬ সালের সাম্প্রদায়িক হিংসার তথ্যানুসন্ধানে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে ২০০৯ সালে শাহাবউদ্দিন কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিটি ২০১১ সালে পূর্বতন সরকারের কাছে সুপারিশসম্বলিত রিপোর্ট পেশ করলেও তার সুপারিশ বাস্তবায়ন দূরের কথা আদৌ আলোর মুখ দেখে নি। ২০১৩ সালের পর থেকে ২০২১ সালের পূর্ব পর্যন্ত যেসব সাম্প্রদায়িক হিংসা হয়েছে তারও কোনও বিচার হয় নি। ২০২১ সালের দুর্গাপূজোর সময়কালের সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরুর পরপরই তৎকালীন অ্যাটর্নী জেনারেলের সুপ্রীম কোর্টের চেম্বার জজের কাছে আবেদন দায়েরের সাথে সাথে তা স্থগিত হয়ে যায়।

সংবাদ সম্মেলনে জোর দিয়ে বলা হয়, বিগত চার দশক ধরে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে যে সব সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলী ঘটেছে তা মানবতাবিরোধী অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকায় রুজুকৃত দুটি হত্যা মামলায় ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, মানবাধিকার নেতা এ্যাডভোকেট রাণা দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা দায়েরে গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। অনতিবিলম্বে তা প্রত্যাহারে সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো হয়। এছাড়া দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীকে ‘ম্যাজিস্ট্রেসী’ ক্ষমতা দেয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, দেশের চলতি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সমাজের এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে, বাড়িঘরে আজও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্গাপূজোর প্রতিমা ভাংচুর করা হচ্ছে। চাঁদাবাজিও অব্যাহতভাবে চলছে। সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের হুমকিও দেয়া হচ্ছে।

এক শ্রেণীর মানুষের মনোজাগতিক উপলব্ধিতে থাকা ভারতবিরোধীতা হিন্দুবিরোধীতায় পর্যবসিত হয়েছে। এরূপ মানসিকতাদোষে দুষ্ট এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ শিক্ষার্থীর নাম ভাঙ্গিয়ে দুর্বৃত্ত মহলবিশেষের প্ররোচনায় ও ইন্ধনে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজও পদত্যাগের হুমকি দিয়ে চলেছে। এসব ঘটনার সাথে যুক্ত দুর্বৃত্তদের অনতিবিলম্বে আইনের আওতায় এনে সংবাদ সম্মেলনে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানানো হয়।

মি. নির্মল রোজারিও মানবাধিকার নেতা রাণা দাশগুপ্তসহ সংগঠনের সকল নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।”

বাংলাদেশে অনেক শাহরিয়ার কবির দরকার, মন্তব্য অর্থনীতির অধ্যাপকের

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): “বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, অনেক শাহরিয়ার কবির দরকার। আমি আশা করবো উনি খুব শীঘ্রই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন। ওনার সুস্থতা কামনা করি।” বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন নয়াদিল্লির অর্থনীতির অধ্যাপক তথা বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রবীর দে।

প্রবীরবাবু এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, “শাহরিয়ার কবির এক নমস্য ব্যাক্তি। আমি শুধুমাত্র ওনাকে একজন সাংবাদিক হিসাবে দেখি না, আমি ওনাকে জানি বাংলাদেশের একজন শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে। অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার রায়ের মাধ্যমে ওনার সাথে আলাপ হয়। ওনাকে গ্রেফতারের খবরটা পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। নতুন বাংলাদেশে অনেক কিছুই হচ্ছে যা আগে আমার ভাবনার মধ্যে আসেনি।”

প্রসঙ্গত, শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। এরপরই মৌলবাদ বিরোধী হিসেবে বহু মানুষকে সেদেশে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সেই তালিকায় নাম জুড়ল শাহরিয়ার কবিরের। এর আগে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন, প্রাক্তন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জমান নুরকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। সকলের বিরুদ্ধেই রুজু হয়েছে খুনের অভিযোগ।

বাংলাদেশ : পুলিশকে জনবান্ধব ফোর্সে রূপান্তরের নির্দেশ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার

।। রাজীব দে।। ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পুলিশকে জনবান্ধব ফোর্সে রূপান্তর করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর রমনায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) হেডকোয়ার্টারের সম্মেলন কক্ষে ডিএমপি-র বিভিন্ন স্তরের পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এই নির্দেশনা প্রদান করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, শুধু কাগজে-কলমে নয়, জনসেবা ও কাজের মাধ্যমে পুলিশকে আক্ষরিক অর্থে জনবান্ধব প্রমাণ করতে হবে। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মন-মানসিকতার পরিবর্তন।

সর্বস্তরের পুলিশ কর্মীদেরকে উজ্জীবিত হয়ে এবং জনসেবার মানসিকতা নিয়ে আরও বেশি উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। এর মাধ্যমে পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার সম্ভব, বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী।অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী আরও বলেন, সাধারণ মানুষ যাতে স্বস্তি পান, নিরীহ মানুষ যাতে হেনস্তার শিকার না হন, সে লক্ষ্যে পুলিশকে কাজ করতে হবে। বলেন, তদন্ত ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। নিজেদের পরিচয় প্রদান ছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কাউকে গ্রেফতার করতে পারবেন না।

বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে পুলিশ অযাচিতভাবে হয়রানির উদ্দেশ্যে কারোর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করছে না দাবি করে করে উপদেষ্টা বলেন, এখন যাঁরা মামলা করছে, তাঁরা সাধারণ জনগণ। দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে অনেকে মামলা করছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটা অনেক কমে যাবে। তিনি বলেন, জনগণকে বোঝাতে হবে তারা যেন প্রকৃত অপরাধীদের ধরিয়ে দেন। তবে অযথা নিরপরাধ কেউ যেন হয়রানির শিকার না হন।

সারা বছর ম্যানগ্রোভ লাগালেই মিলবে নতুন জামা কাপড়

গোসাবা,১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মেছো ভেড়ি তৈরির স্বার্থে বিঘের পর বিঘে জমির ম্যানগ্রোভ কেটে ফেলেছিল কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ। পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েও সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ফি বছর সুন্দরবনের উপর আছড়ে পড়া ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে সুন্দরবনকে বাঁচানোর রক্ষা কবচ ম্যানগ্রোভের অস্তিত্ব যখন সঙ্কটে, ঠিক তখনই, নতুন করে ম্যানগ্রোভ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছেন এক স্কুল শিক্ষক। কখনও স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এলাকার মানুষকে দিয়ে নদীর চরে ম্যানগ্রোভ লাগিয়ে নেওয়া, কখনো বা মহিলাদের স্যানিটারি প্যাড, স্বাস্থ্য সামগ্রী প্রদানের পরিবর্তে ম্যানগ্রোভ রোপণে উৎসাহিত করা, কখনও বা স্কুল, কলেজের পড়ুয়া, শিক্ষকদের সুন্দরবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিদানে নদীর চরে ম্যানগ্রোভ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। আর এভাবেই সুন্দরবনের চরঘেরি, সোনাগাঁ, কাঁকমারি সহ বিভিন্ন এলাকার নদীর চরে নতুন করে ম্যানগ্রোভের বনভূমি গড়ে তুলেছেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষক উমাশঙ্কর মণ্ডল। আর প্রতিবারের মত এবারের পুজোর আগেও বাঘে আক্রান্ত পরিবার, এলাকার দুঃস্থ পরিবারের সদস্যদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। তবে শর্ত একটাই, পরিবর্তে ম্যানগ্রোভ রোপণে অংশগ্রহণ করতে হবে সক্কলকে।

২০০৯ সালে আয়লায় সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার নদী বাঁধ ধ্বংস হয়ে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়। সেই সময়ই এই শিক্ষক উপলব্ধি করেছিলেন ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব। সেই থেকেই অল্প অল্প করে এই ম্যানগ্রোভ রোপণের কাজ শুরু করেন। গোসাবার লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চরঘেরির বাসিন্দা এই শিক্ষক প্রথমে নিজের গ্রামের নদীর চর থেকে ম্যানগ্রোভ রোপণের কাজ শুরু করেন। স্কুলের ছুটির ফাঁকে ফাঁকে গ্রামে এসে একাজ করতে থাকেন তিনি। পাশাপাশি গ্রামের মানুষকেও নানাভাবে এই ম্যানগ্রোভ রোপণে উৎসাহিত করেন। একাজে গ্রামের মহিলাদেরকেই মূলত উৎসাহিত করছেন তিনি। গৃহস্থালির কাজের ফাঁকে একাজে এগিয়ে এসেছেন অনেকেই। উৎসাহীদের টাকা পয়সার পরিবর্তে সারা বছর ধরেই মুড়ি, আনাজ, আনাজের বীজ, চাল, স্যানিটারি প্যাড, মুরগির বাচ্চা সহ নানা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া হয়। এছাড়া ছোটদের শিক্ষা সামগ্রী, মহিলাদের স্বনির্ভর করতে সেলাই মেশিন প্রদান সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি পুজোতে ঐ পরিবারের সকলকে নতুন জামাকাপড় দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেই জামাকাপড় বিতরনের কাজও শুরু হয়েছে।

২০০৯ থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষের বেশি ম্যানগ্রোভ রোপণ করেছেন বলে দাবি উমাশঙ্করের। তিনি বলেন, “একমাত্র ম্যানগ্রোভই পারে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে। এখানকার মানুষকে রক্ষা করতে। ম্যানগ্রোভই কার্যত ঢাল হয়ে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করছে আমাদেরকে। অক্সিজেন তৈরির কারখানা এই ম্যানগ্রোভের বনভূমি। গ্রামের মহিলাদের একাজে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সারা বছরের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পাশাপাশি পুজোয় পরিবারের সকলের জন্য নতুন জামাকাপড় পেয়েছেন সকলেই। শর্ত একটাই বছর ভর সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে ম্যানগ্রোভ রোপণ করতে হবে।”

গ্রামের ছেলের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মহিলারা। সাধনা ভূঁইয়া, নির্মলা মণ্ডলরা বলেন, “ স্বামীকে বাঘে নিয়ে গেছে। সন্তানদের নিয়ে অভাবের সংসার। তবে উমা আমাদের সহায় হয়েছে। ম্যানগ্রোভ রোপণের কাজ করলেই উনি আমাদের পাশে থাকেন। নানাভাবে সাহায্য করেন। এবার পুজোতেও পরিবারের সকলের জন্য জামাকাপড় দিয়েছেন।” শুধু ম্যানগ্রোভ রোপণ নয়, এলাকায় শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য দুটি গ্রামীণ স্কুলও চালু করেছেন উমাশঙ্কর।

জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তানের এজেন্ডা চাপিয়ে দিতে দেব না : প্রধানমন্ত্রী

কাটরা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তানের এজেন্ডা চাপিয়ে দিতে দেব না। কংগ্রেসকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিশ্বের কোনও শক্তিই জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনতে পারবে না। বৃহস্পতিবার কাটরায় একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ’কংগ্রেসকে দেওয়া প্রতিটি ভোট পিডিপি এবং এনসি-র ইস্তেহার বাস্তবায়ন করবে। তাঁরা ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনতে চায়। এর মানে তারা আবার উপত্যকায় রক্তপাত চায়, কংগ্রেস-এনসি-এর ইস্তেহারে বেশ খুশি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, প্রকাশ্যেই সমর্থন জানিয়েছে পাকিস্তান। কংগ্রেস এবং এনসি জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চায়।’

শিলিগুড়িতে ডাকাতির ছক ভেস্তে দিল পুলিশ, গ্রেফতার ৫ দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ডাকাতির ছক ভেস্তে দিল পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হল ৫ দুষ্কৃতীকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ডাকাতির উদ্দেশে জনা কয়েক দুষ্কৃতী সেবক রোড সংলগ্ন পি সি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় জড়ো হয়েছিল বুধবার রাতে। গোপন সূত্রে সেই খবর পেতেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

Directorate of Tribal Welfare, Government of Tripura invites Online Tenders through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) from the bonafide Cert-In Empanelled Agencies for Security Audit of 2(two) nos.of web applications under Directorate of Tribal Welfare, Government of Tripura. Detailed tender notice, schedules documents tender and can be obtained > from https://tripuratenders.gov.in. Last Date of submission of the e-Tender: 26-09-2024 upto 04.00 PM.

ICA/C/ 1701/24

Subhasis Das
Directorate of Tribal Welfare
Government of Tripura

TENDER CANCELLATION NOTICE

The tender vide DNIT No.e-DT.11/STONE/EE/RDMNP/2024-25, Dated:-10/09/2024 and No.e-DT-12/BRICKS/EE/RDMNP/ 2024-25, Dated, 10/09/2024 for "Procurement of Stone and Bricks for various worksites of Mohanpur MC & all 4(Four) R.D Blocks under the jurisdiction of R.D Mohanpur Division" which has been floated vide PNIT No:- e-PT-07/EE/RDMNP/PNIT(P)/2024-25, Dated,10/09/2024 are hereby cancelled due to change in NIT conditions/ specifications.

ICA/C/ 1698/24

(Er. H. Debnath)
Executive Engineer RD
Mohanpur Division
Mohanpur, West Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 08/EE/WR-III/UDP/2024-25

	Name of Work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND UPLOADING BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	Urgent Protection of Gomati River's left bank of Udaipur Subash Bridge area at Ward No-1 of UMC due to sudden erosion of river bank and homestead area for sudden efflux of river Gomati on 23.02.2024/ SH: Bank revetment work by CC blocks. (L=94.00m) (2nd Call) DNIeT No. 04/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2024-25	57,15,531.00	1,14,311.00	4000.00	04 (Four) Months	Up to 15.00 Hrs on 24.09.2024	At 15.30 Hrs on 24.09.2024 (if possible)	Appropriate Class

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/1707/24

For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. Rati R Debbarma) Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

(প্রাইভেট কোম্পানিতে নিয়োগের জন্য)

ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অফিস লেইন,আগরতলা প্রাঙ্গনে সকাল 11.00 টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত, Job Fair অনুষ্ঠিত হবে। ইচ্ছুক ও যোগ্য প্রার্থীরা উল্লেখিত তারিখ ও স্থানে অনুষ্ঠিত ইন্টারভিউ তে যোগদান করবেন।

বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

Date: 24th September, 2024 : Time: 11.00 am to 5 pm
Venue: Ground floor, Shrama Bhawan, Office Lane, Agartala, Tripura (W)

Job Title	Vacancy	Place of Posting	Salary (Per month)	Qualification	Age limit	Name of Employer
Apprentice ITI	100	Aurangabad, Maharastra	Rs.12,000/-	-ITI any trade	Max. 25 Yrs.	Laxmi-Agni Components & Forgings Pvt.Ltd
Apprentice Diploma Technical	50	Aurangabad, Maharastra	Rs.14,000/-	-Diploma Mech, Elect etc.	Max. 25 Yrs.	
Apprentice BE/B.Tech	50	Aurangabad, Maharastra	Rs.15,000/-	-BE/B.Tech	Max. 25 Yrs.	

- কোনো আবেদন পত্র জমা করতে হবেনা। একমাত্র On-Spot ফর্মফিলাপ করতে হবে যা এমপ্লয়াররাই সরবরাহ করবেন।ইন্টারভিউর সময় প্রার্থীদের BIODATA সহ ডেট অফবার্থের প্রমান পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমানপত্র, নাগরিকতার সার্টিফিকেট বা PRTC, NCS Card/ PAN card/ voter ID, এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ও ফটোকপি নিয়ে আসতে হবে।
- বিস্তারিত আরও বিবরণের জন্য মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার,আগরতলায় যোগাযোগ করা যেতে পারে। ইচ্ছুক প্রার্থীদের জব-ফেয়ারে/রিক্রুটমেন্টড্রাইভে এসরাসরি অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
- যেই সব প্রার্থী সিলেক্ট হবেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে তারা তাদের বেতন, কাজ ও অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যসংশ্লিষ্ট এমপ্লয়ার থেকে নিশ্চিতভাবে জানার পর যেন কাজে যোগদান করেন।
- মডেল ক্যারিয়ারসেন্টার, আগরতলা, এমপ্লয়ার ও জব-সিকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য এই আয়োজন করছে।এমপ্লয়ার বাজব-সিকারের মধ্যে যেকোনো কেউ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা দায়ী থাকিবেনা।

ICA/D-905/24

Director
Employment Services & Manpower Planning
Government of Tripura

NOTIFICATION

A WALK-IN-INTERVIEW will be held for filling up of vacant post of Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers due to vacancy on purely temporary "No-Work-No-Honorarium" basis under the Office of Child Development Project Officer, Kathalia ICDS Project, Sonamura, Sepahijala, Tripura. The interested candidates who fulfill the eligibility criteria may apply along with filled up bio-data in prescribed format (available in the Office of the undersigned)and all necessary documents (Self attested Xerox copy of age proof, proof of marriage, certificate of educational qualification, PRTC/ Citizenship Certificate. Proof of Ordinary residence (ROR), /SC/ST/Divyangjan (if able), two copies of recent passport size photographs etc.) to the Office of the CDPO, Kathalia ICDS Project.

Sl. No.	Name of AWC	Name of GP/VC	Name of Block	No. of post of Anganwadi Worker	No.of Post of Anganeadi Helper	Remarks
1	Bejimara No-2 AWC	Bejimara GP	Kathalia	1	0	
2	Kumbhapara AWC	Thalibari VC	Kathalia	1	0	
3	Nazrul AWC	South Nidaya	Kathalia	1	0	
4	Bejimara No-1 AWC	Bejimara GP	Kathalia	0	1	
5	Baganbari AWC	North Paharpur	Kathalia	0	1	
6	Luddhamura AWC	South Paharpur GP	Kathalia	0	1	

1 Educational Qualification: For Anganwadi Worker minimum qualification shall be Madhyamik Passed and for Anganwadi Helper minimum Qualification shall be Class-VIII Passed.
2 Age Limit: 18-45 Years as on 01/09/2024 and upper age relaxation up to 5 years is applicable for SC/ST/Divyangjan (differently able) Candidates.
3 The applicants must be the normal resident of the Village/ Habitation/Ward where the Anganwadi Centre is located.
4 Marital Status: Only such female candidates must be married or widow (Same for both post)
5 Procedure for selection : Walk-In-Interview.
6 Honorarium: Rs. 8000/-(Rupees Eight thousand) only for Anganwadi Workers per month and Rs. 5000/-(Rupees Five thousand) only for Anganwadi Helpers per month ADA as declared time to time by the Government. .
7 Application will be received from 18/09/2024to 30/09/2024 upto to 4.00PM.
8 Incomplete application or application without required documents shall be immediately rejected.
9 Last date of submission of application is 30/09/2024 up to 4.00 PM.(Except Holyday)
10 Date of Interview is 05/10/2024 and time 11.00 AM. Venue: Office of the CDPO, Kathalia ICDS Project, Sonamura Sepahijala, Tripura, along with those who are already submierd for the previous interview with Ref.No 2(9)/CDPO/ICDS/KTL/ESTT/781,Dated:- 05-03-2024 are requested to attend the Interview same date ,venue & time.
11 No TA/DA is admissible for appearing the interview.

NB: In any unavoidable circumstances the interview process may be postponed/ Cancelled without showing any reason. The authority has the right to make any changes in the advertisement if required. For further details please visit the Office of the CDPO, Kathalia ICDS Project, Sounamura Sepahijala Tripura on all working days.

Sd/-(Mihir Chandra Bhowmik)
Child DevelopmentProject Officer
Kathalia ICDS Project
Sonamura Sepahijala, Tripura

ICA/D-897/24

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আপনার বাড়ির জলই চুল পড়ার কারণ নয় তো?

রাস্তার ধুলো-ধোঁয়া, দূষণ তো আছেই, খাওয়াদাওয়ায় অনিয়মও চুল পড়ার অন্যতম কারণ। তবে কারণ আরও আছে। ভাল করে ভেবে দেখুন তো, আপনার বাড়ির জলই চুল পড়ার কারণ হয়ে উঠছে কি না?

জলে যদি আয়রন বেশি থাকে তা হলে চুল পড়তে বাধ্য। বাড়ির কলের জল যদি "হার্ড" বা খনিজ সমৃদ্ধ হয়, তা হলে তো চুল পড়বেই।

কারণ এই জলে ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রাও বেশি থাকে যা চুলের গোড়ায় জমে থেকে গোড়া আলগা করে দেয়। এমন জল দিয়ে রোজ মাথা ধুলে বুঝতে পারবেন, চুল রুক্ষ ও নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। মাথায় হাত দিলেই গোছা গোছা চুল উঠবে। চুলে জটও পড়বে বেশি। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে ওয়াটার সফনার লাগানোর ব্যবস্থা করুন। দাম বেশি পড়তে পারে, কিন্তু এই মেশিনে এমন ফিল্টার থাকে যা জলের ময়লা ও খনিজ উপাদানগুলিকে ছেঁকে নিয়ে জল বিশুদ্ধ করতে পারে। কল বা শাওয়ারের মুখে এই ফিল্টার লাগিয়ে নিলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না। তবে ফিল্টার মাঝেমধ্যেই পরিষ্কার করাতে হবে না হলে আয়রন বা খনিজের স্তর জমা হতে হতে কল বা শাওয়ারের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

জলে অতিরিক্ত ক্লোরিন থাকলেও চুলের বারোটা বেজে যাবে। ক্লোরিন এমনিতে জল পরিশুদ্ধ করে। কিন্তু অতিরিক্ত ক্লোরিন চুলের ক্ষতি করে। তাই যাঁরা সুইমিং পুলে সাঁতার কাটেন, তাঁরা সতর্ক থাকতে হবে। শাওয়ার ক্যাপ পরে তবেই সাঁতার কাটা উচিত। তার পর চুল পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে।

চুল পড়ার সমস্যা কমাতে রোজ পর্যাপ্ত পরিমাণে জল এবং পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াও জরুরি। সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজন চুলে যত্ন। যদি আপনার চুল তৈলাক্ত হয়, তা হলে এক দিন অন্তর শ্যাম্পু অবশ্যই করবেন। যদি কোঁকড়া চুল হয়, তা হলে ভাল কন্ডিশনার এবং সিরাম লাগানো প্রয়োজন। সপ্তাহে অন্তত দু'থেকে তিন দিন যদি তেল লাগিয়ে ভাল করে মাসাজ করা যায়, তা হলেও চুলের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

তেঁতুল ফেলে না দিয়ে কী ভাবে ঘরোয়া কাজে ব্যবহার করবেন?

বিভিন্ন প্রকার চাট হোক কিংবা ফুচকা মুখরোচক খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করতে তেঁতুলের কোনও জবাব নেই। তেঁতুল দিয়ে কোনও পদ বানাবেন বলে বাজার থেকে কিনে আনলেন বটে, কিন্তু সবটা ব্যবহার না হলে দীর্ঘ দিন সেটি ফ্রিজেই পড়ে থাকে। কেবল রান্নাতেই নয়, বাড়ির আরও বিভিন্ন কাজে কিন্তু কাজে লাগাতে পারেন তেঁতুল।

জেনে নিন, বাড়িতে তেঁতুল থাকলে কোন কোন কাজ সহজেই সেরে ফেলতে পারেন।

১) বাসন চকচকে করতে তেঁতুল কিন্তু বেশ কাজের। লেবু ও ভিনিগারের মতো তেঁতুলের অ্যাসিডিক গুণ স্টিল কিংবা পিতলের বাসন পরিষ্কার করতে কাজে আসে। অনেক সময় বাসনের তেল চিটচিটে ভাব কিছুতেই যেতে চায় না, তেঁতুলের সাহায্যে সেই সমস্যারও সমাধান সম্ভব।

২) হেঁশেলে মাছির উপদ্রব বেড়েছে? এক টুকরো তেঁতুলে কিন্তু মুশকিল আসান হতে পারে। তেঁতুলের অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণ ও গন্ধ পোকামাকড় তাড়াতে উপকারী। হেঁশেলে কিংবা বাগানে পোকা তাড়াতে তেঁতুল কাজে লাগাতে পারেন।

৩) সাবানের বিকল্প হিসাবেও কিন্তু তেঁতুল কাজে লাগাতে পারেন। ত্বকের জন্য বেশ উপকারী হেঁশেলের এই উপাদান। জীবাণু ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে ত্বককে রক্ষা করতে পারে তেঁতুল।

৪) কম খরচে ত্বক উজ্জ্বল করতে চাইলে ব্যবহার করতে পারেন তেঁতুল। তেঁতুলে ফসফরাস, অ্যামিনো অ্যাসিড, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি মিনারেল রয়েছে যা ত্বকের জন্য উপকারী।পরিমাণ মতো তেঁতুল গরম জলে কিছু ক্ষণ ফুটিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে ক্বাথ বার করে নিন। দু'চামচ তেঁতুলের ক্বাথের সঙ্গে এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে ত্বকে লাগিয়ে নিন। মিনিট ১৫ রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৫) খুশকির সমস্যা দূর করতেও তেঁতুলের ক্বাথ ব্যবহার করতে পারেন। মাথার ত্বকে সেই ক্বাথ ভাল করে ঘষে নিয়ে শ্যাম্পু করে নিন। তেঁতুলের গুণেই খুশকির সমস্যা দূর হবে। চুলে আসবে জেল্লা।

কফি দিয়ে রকমারি পদে স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধি করা যায়

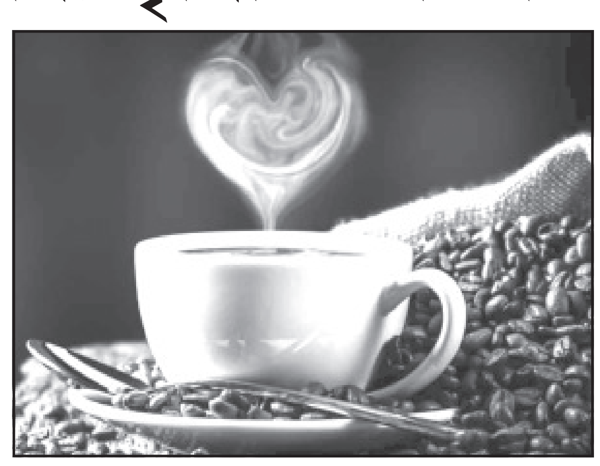

শীতে কিংবা গরমের দিনে এক কাপ ধূমায়িত কফি কিংবা গরমে বরফ মেশানো ঠান্ডা কফি, এক চুমুকেই শরীর ও মন জুড়িয়ে যায়। স্নায়ুকে চাঙ্গা করতে, মেদ ঝরাতে, মানসিক ক্লান্তি দূর করতে কফির জুড়ি মেলা ভার। তবে কফি বলতে আমরা বুঝি পানীয়, যা ঠান্ডা বা গরম দু'ভাবেই খাওয়া যায়।

কিন্তু রকমারি পদও কফির গুণে সুস্বাদু হয়ে উঠতে পারে। কী ভাবে কোন খাবারে মেশাবেন কফি?

স্মুদি

ওট দিয়ে তৈরি স্মুদি যদি একঘেয়ে লাগে, তা হলে স্বাদ বদলে ব্যবহার করতে পারেন কফি। ওটের সঙ্গে দুধ, রকমারি ফল ও বাদাম মিশিয়ে স্মুদি তৈরির সময় মিশিয়ে দিন এক চামচ কফি। তা হলেই স্মুদিতে মিশবে কফির স্বাদ, জুড়বে পুষ্টিগুণও।

প্যানকেক

ময়দা, দুধ ও ডিমের মিশ্রণ দিয়ে প্যানকেক তৈরি হয়। এই মিশ্রণে কিছুটা কালো কফি ও কিছুটা কফির গুঁড়ো মিশিয়ে দিতে পারেন। সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে প্যানকেক তৈরি করে নিলেই তাতে বেশ কফির গন্ধ পাওয়া যাবে। অনেকের ডিমের গন্ধ লাগে, কফি মেশালে সেই গন্ধও ঢাকা পড়ে যাবে।

ফ্রেঞ্চ টোস্ট

দুধ, ডিমের মিশ্রণে পাঁউরুটি ডুবিয়ে ফ্রেঞ্চ টোস্ট করা হয়। ওই মিশ্রণে যদি কিছুটা কালো কফি বানিয়ে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে পাউরুটির মধ্যে কফির গন্ধ ও স্বাদ মিশবে। বেশ অন্য রকম স্বাদ পাওয়া যাবে। কফি-প্রেমী হলে মন্দ লাগবে না। কাপ কেক বাড়িতে কাপ কেক বানানোর সময় মিশ্রণে যদি কফির বেশ কিছুটা গুঁড়ো মিশিয়ে নেওয়া যায়, তা হলে কেকের গন্ধই বদলে যায়। হাতের কাছে যদি ভ্যানিলা এসেন্স বা কোকো পাউডার না থাকে, তা হলে বেশ কিছুটা কফি মিশিয়ে নিলে ডিমের আঁশটে গন্ধ চলে যায়, আবার অন্য রকম স্বাদও হয়।

ইয়োগার্ট

ইয়োগার্টেও এক চামচ কফি মিশিয়ে নিতে পারেন। তবে বিশেষ কোনও স্বাদ-গন্ধের ইয়োগার্টে নয়, তা হলে একটার সঙ্গে অন্য স্বাদ তালগোল পাকিয়ে যাবে।

ত্বকে লাবণ্য ফেরাবে কেশর

ত্বকে লাবণ্য ফেরাতে রূপচর্চা করছেন? তবে ত্বকের যত্নের পাশাপাশি চুমুক দিয়ে দেখতে পারেন জাফরান দুধেও। অনেকেরই ঘুমের আগে দুধ খাওয়ার অভ্যাস আছে। তবে সেই দুধে একটু কেশর বা জাফরান মিশিয়ে নিতে পারলে, শুধু শরীর ভাল থাকবে না, ত্বকেও লাবণ্য ফিরতে পারে। দুধ সুষম খাদ্য হিসাবে বিবেচিত।এতে রয়েছে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি৬। কেশর বা জাফরানেও রয়েছে ভিটামিন বি, পটাশিয়াম-সহ নানা খনিজ। তার জেরেই কেশর দুধে চুমুক দিলে ভাল থাকবে ত্বক।

কী কী উপকার?

উজ্জ্বল ত্বক কেশর - বা জাফরানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। যা ত্বক উজ্জ্বল করতে ও লাবণ্য ফেরাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ত্বকের বলিরেখা দূর করতেও সাহায্য করে কেশর দুধ। নিয়মিত জাফরান দুধ খেলে ত্বকের কালচে ভাব দূর হয়ে, লাবণ্য ফিরবে। ত্বককে আর্দ রাখে কেশর অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর। দুধে কেশর মিশিয়ে খেলে তা ত্বককে আর্দ রাখতে এবং ত্বকের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

ব্রণের সমস্যা দূর করে কেশরে রয়েছে অ্যান্টিব্যাক্টিরিয়াল উপাদান। যা ব্রণ ও ছোটখাটো সংক্রমণ দূরে রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি প্রদাহ কমাতেও সাহায্য করে কেশর দুধ। কেশর দুধ খেলে শুধু ত্বক ভাল থাকে না, অনিদ্রা দূর করতেও এটি সহায়ক। বিপাকহার বৃদ্ধিতেও কেশর দুধ কার্যকর। তবে খাওয়ার পাশাপাশি ত্বকের যত্নেও কেশর ব্যবহার করতে পারেন।

কী ভাবে মুখে লাগাবেন? ১. মুখ পরিষ্কার করে দুধে কেশর মিশিয়ে সেটি তুলো দিয়ে মুখে লাগিয়ে নিতে পারেন। এতে কালচে ভাব দূর হবে, ত্বক উজ্জ্বল হবে। ২. ১ চা চামচ অ্যালো ভেরার সঙ্গে সামান্য কেশর বা জাফরান মিশিয়ে নিতে পারেন। মিশ্রণটি পরিষ্কার মুখে ক্রিম হিসাবে মাখতে পারেন। আবার এটি দিয়ে মালিশও করতে পারেন মুখে। এতেও ত্বক আর্দ ও সুন্দর হবে। বলিরেখা দূর হবে।

কাজের জন্য ৪৮ ঘণ্টা জেগে থাকেন রাজকুমার, কী কী ক্ষতি হচ্ছে শরীরের?

রাজকুমার রাও নাকি কখনও কখনও টানা ৪৮ ঘণ্টা জেগে থাকেন, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনই কথা ফাঁস করলেন তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী পত্রলেখা পাল। পত্রলেখা বলেন, "রাজকুমারের তাঁর কাজের প্রতি গভীর ভালবাসা ও নিষ্ঠা আছে। সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত ও কাজ নিয়েই ভাবতে থাকে। রাতে অনেক ক্ষণ জেগে থাকে, কখনও কখনও টানা ৪৮ ঘণ্টাও ঘুমায় না। আমি ওকে বলি, এই অভ্যাস কিন্তু শরীরের ক্ষতি করছে, তবে ও যেটা ভাবে সেটাই করে।" কেবল রাজকুমার রাও নন, কাজপাগল এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা কাজের জন্য ঘুমের সঙ্গে আপস করেন। রোজ রোজ কম ঘুমোনোর অভ্যাসের কারণে প্রতি দিনের শুরুটা হচ্ছে ক্লান্তির মধ্যে দিয়ে। ফলে সারা দিন শরীরে সেই ক্লান্তির ছাপ পড়ছে। তবে অনেকেই জানেন না, এই অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিতে দিতে আসলে আয়ুক্ষয় করছেন তাঁরা। ডেকে আনছেন মৃত্যুর শঙ্কা। জানেন কি, নিয়মিত কম ঘুম কতটা ক্ষতি করছে আপনার, ঠিক কী কী বিপদ অপেক্ষা করছে আপনার জন্য রাতের ঘুম যেন অন্তত ৬ ঘণ্টার হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন চিকিৎসকেরা। চিকিৎসক শুভম সাহা বলেন, "এই একটি অভ্যাস শরীরে হাজার রোগ ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। শরীর চালনা করার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের দিনে ৭-৮ ঘণ্টার ঘুম প্রয়োজন। এর চেয়ে কম ঘুমের কারণে শরীরে মেদের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। আর ওবেসিটির কারণে হানা দিতে পারে একাধিক অসুখ।"

১. ঠিক মতো ঘুম না হলে আচমকাই বেড়ে যেতে পারে রক্তচাপ। যদি আপনার উচ্চ রক্তচাপজনিত কোনও অসুখ না থাকে, তা হলেও তা আচমকাই শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। আর যদি এই অসুখ আপনার আগে থেকেই থেকে থাকে, তা হলে আরও বেড়ে যেতে পারে রক্তচাপের মাত্রা।

২. ঘুম ঠিক মতো না হলে বেড়ে যেতে পারে ওজনও। কেননা ঘুম না হলে খিদে বাড়ানোর হরমোনের মাত্রা শরীরে বেড়ে যায়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের ফলে ওজনের কাঁটা চড়চড়িয়ে বাড়তে থাকে। কম ঘুমের কারণে হজমজনিত সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

৩. ঘুমের সময় কমে এলে তার চিহ্ন ফুটে ওঠে ত্বকে। মুখে গজায় অ্যাকনে। কারণ, ঘুম না হলে হরমোনের সমস্যা হতে থাকে। যার ফলে ত্বকের উপরে প্রভাব পড়া শুরু হয়। ৪. ঘুম কমে এলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে ঠান্ডা লাগা ও সর্দিজ্বরে কাবু হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। আর সেই সংক্রমণও সহজে সারে না। ৫. রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে কম ঘুমের কারণে। ঘুমের অভাবে হজমশক্তি কমে। তার প্রভাব পড়ে শরীরে ইনসুলিনের ভারসাম্যের উপরেও। তার জেরেই দেখা দেয় শর্করার মাত্রা ওঠানামার মাধ্যমে। ফলে ডায়াবিটিক রোগীদের জন্য ভাল ঘুম খুব জরুরি।

পোষ্য কোথায় সমস্যা হচ্ছে বুঝবেন কী ভাবে?

দিনভর কাজের শেষে বাড়ি ফিরে আদরের পোষা কুকুর বা বিড়ালকে কাছে ডেকেও দেখলেন সে আসছে না। এক কোণায় চুপটি করে বসে আছে অথবা ঝিমোচ্ছে। পোষ্যের পছন্দের খাবার দিয়েও দেখলেন খেতে চাইছে না। সেই ছটফটে ভাবটা যেন উধাও হয়েছে। বাড়ির বাইরেও বেরোতে চাইছে না। এইসব লক্ষণ দেখলে বুঝতে হবে আপনার পোষ্য অসুস্থ।

ভিতরে ভিতরে এমন কোনও রোগ বাসা বেঁধেছে যা শারীরিক ভাবে প্রচণ্ড দুর্বল করে দিয়েছে। পোষ্যের কোন লক্ষণ দেখলে সতর্ক হবেন?

সারমেয়র আচরণে কোনও বদল হচ্ছে কি না সেটা অবশ্যই লক্ষ করা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় পোষ্য চিৎকার করেই চলেছে। আপনি ধরতে গেলেও রেগে যাচ্ছে। বাইরের কাউকে দেখলেও তেড়ে যাচ্ছে। এমন যদি বার বার করতে থাকে, তা হলে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

পোষ্যের মলমূত্রে যদি রক্ত দেখেন, তা হলে সতর্ক হতে হবে। যদিও প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত দেখা দেওয়া শুধুমাত্র মূত্রনালির সংক্রমণের কারণে হয় না। তা অন্য আরও অনেক রোগের উপসর্গ হতে পারে।

যদি দেখেন, ওর চনমনে ভাবটা ক্রমশ কমে যাচ্ছে, আপনাকে দেখেও মাথা নীচু করে শুয়ে আছে, কাছে ঘেঁষছে না তেমনভাবে, তাহলে বুঝবেন ওর শরীর ভাল নেই। পশু চিকিৎসকেরা বলছেন, পোষা কুকুরের অল্পেই ক্লান্তি, সব সময় ঝিমুনি, দুর্বলতা, খেলতে না চাওয়া, আচরণে বদল শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ। পোষা কুকুর বা বিড়ালের মূত্রনালির সংক্রমণ হতে পারে। তখন তাদের খিদে কমে যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে। যদি দেখেন বার বার প্রস্রাব করতে যাচ্ছে, জল চাইছে তখন দেরি না করে পশু চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। সংক্রমণ হলে প্রস্রাবে দুর্গন্ধ আরও বেড়ে যাবে।

আগে হয়তো দেখতেন আপনি খাবার নিয়ে বসলেই আপনার পোষ্য ছুটে চলে আসত। নিজের পছন্দের খাবার দেখলেও লেজ নেড়ে চেখে দেখতে চাইত। কিন্তু ইদানীং হয়তো দেখছেন সে খেতে চাইছে না। পছন্দের খাবার দিলেও ফেলে দিচ্ছে। অথবা খাওয়ার পরেই বমি করে ফেলছে। এমন লক্ষণ দেখলে পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

ভাঙা জিনিসেই দিয়ে সাজিয়ে তুলুন বাড়ি

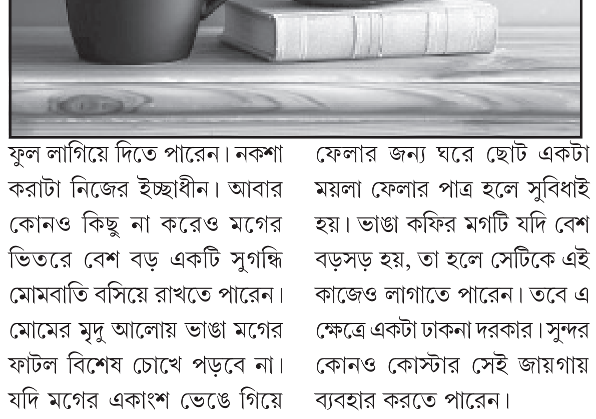

শখের কফি মগ হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে চৌচির। পছন্দের জিনিস ভেঙে গেলে কার না মনখারাপ হয়! আঠা দিয়ে সেই কাপ যদি জোড়াও যায়, তাতে আর কফি নিয়ে চুমুক দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ফাটা কাপে খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। খুব সামান্য চিড় ধরলেও, তাতে বাসা বাঁধতে পারে জীবাণু। তবে শখের জিনিসটি ফেলে না দিয়ে, নানা ভাবে তা দিয়ে ঘর সাজিয়ে নিতে পারেন।

টব

ঘরে সবুজের ছোঁয়া বেশ লাগে। মানি প্ল্যান্ট, জেড প্ল্যান্ট-সহ যে গাছগুলি অল্প পরিচর্চাতেই বেড়ে উঠতে পারে, তেমন কোনও গাছ ওই ভাঙা কফি কাপ জুড়ে নিয়ে টব বানিয়ে বসিয়ে ফেলুন। তার পর কাজ করার টেবিলে বা বারান্দার একফালি বাগানে মগ সমেত গাছটি সাজিয়ে রাখতে পারেন।

মগে আঁকিবুকি

আঁকার শখ থাকলে একরঙা কফি মগেই ফুটিয়ে তুলতে পারেন মনের মতো কোনও নকশা। যদি আঁকাতে পটু না হন, তা হলে রং দিয়ে কফি মগের গায়ে লিখতে পারেন মজার কোনও বাক্য বা অনুপ্রেরণামূলক উক্তি। তার পর সেই কফি মগটি খুদের পড়ার টেবিলে বা নিজের কাজের টেবিলে পেনদানি হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।

মোমদানি

ভাঙা মগ দিয়েও হতে পারে মোমদানি। চাইলে অবশ্য কাপের গায়ে রং করে নিতে পারেন। পাটের সরু সুতো আঠা দিয়ে মগের গায়ে পেঁচিয়ে তার উপর কোনও কৃত্রিম ফুল লাগিয়ে দিতে পারেন। নকশা করাটা নিজের ইচ্ছাধীন। আবার কোনও কিছু না করেও মগের ভিতরে বেশ বড় একটি সুগন্ধি মোমবাতি বসিয়ে রাখতে পারেন। মোমের মৃদু আলোয় ভাঙা মগের ফাটল বিশেষ চোখে পড়বে না। যদি মগের একাংশ ভেঙে গিয়ে থাকে, তবে সেটিকে না জুড়েই মোমদানি করে ফেলতে পারেন। সে ক্ষেত্রে মোমবাতির দৈর্ঘ্য কমিয়ে দিলেই হবে। ফাটা অংশ দিয়ে আলো দেখতে অন্য রকম লাগবে।

ময়লা ফেলার পাত্র

ক্লিনজার ব্যবহার করার তুলো, ছোট কাগজের টুকরো এ সব ফেলার জন্য ঘরে ছোট একটা ময়লা ফেলার পাত্র হলে সুবিধাই হয়। ভাঙা কফির মগটি যদি বেশ বড়সড় হয়, তা হলে সেটিকে এই কাজেও লাগাতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে একটা ঢাকনা দরকার। সুন্দর কোনও কোস্টার সেই জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন।

ফুলদানি

মগের গায়ে কৃত্রিম ফুল ও পাতা আঠা দিয়ে আটকে নকশা করতে পারেন। আবার কোনও কিছু না করেও কাপে থোকা থোকা ফুল দিলে বেশ সুন্দর ফুলদানি হয়ে যাবে। একরঙা কফি মগ হলে তাতে সুন্দর করে চোখমুখ এঁকে দিলেও বেশ মানাবে।

ব্যথা-বেদনা এখন আর বয়স মেনে হয় না

ব্যথা-বেদনা এখন আর বয়স মেনে হয় না। বিশেষ করে আর্থ্রাইটিসের মতো সমস্যা যে কোনও বয়সে এসে হানা দিতে পারে। তা ছাড়া রোজের জীবনে যে একটানা অনিয়ম চলে, তার প্রভাব পড়ে জীবনে। দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গায় বসে থেকে পেশিগুলি শক্ত হয়ে যায়। সেখান থেকেই ব্যথা-বেদনার সূত্রপাত। আর বয়স বাড়লে সেটাই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

হাঁটুতে ব্যথা হলে অনেক কিছুই খাওয়া বারণ হয়ে যায়। পাঁঠার মাংস, রঙিন পানীয়ের মতো অনেক খাবারই খাওয়া যায় না। হাঁটুতে ব্যথার সমস্যা কমাতে একটি পানীয়ের খোঁজ দিয়েছেন পুষ্টিবিদেরা। খাদ্যতালিকায় এই পানীয় বা স্মুদি রাখলে উপকার পাবেন দ্রুত। ভাবছেন তো কী ভাবে বানাবেন সেই জাদু পানীয়? রইল প্রণালী।

উপকরণ: পালংশাক এক কাপ, ব্লুবেরি এক কাপ, গ্রিক ইয়োগার্ট আধ কাপ, বরফ এবং ঠান্ডা জল প্রয়োজন মতো।

প্রণালী: এই উপকরণগুলি একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলেই গ্লাসে ঢেলে চুমুক দিন। রোজ না হলেও এক দিন অন্তর এটি খেতে পারেন। আর্থ্রাইটিসের সমস্যা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ঘি খেয়েও রোগা হওয়া যায়

ঘি খেতে ভালবাসেন কিন্তু খেতে পারেন না শুধু ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে। রোগা হওয়ার জন্য এর চেয়েও বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কষ্ট করলে তবেই যে কেষ্ট মেলে, তা কে না জানে! তবে ওজন ঝরানোর জন্য ঘি খাওয়া বন্ধ করার দরকার নেই। ঘি খেয়েও রোগা হওয়া যায়। তার মানে রোজ সেদ্ধ ভাতে ঘি মেখে খেয়েও ছিপছিপে থাকবেন, এমন আশা করা ঠিক নয়।

তা হলে উপায়? কী ভাবে খেতে পারেন?

টোস্টের সঙ্গে

টোস্টে মাখনের বদলে ঘি মাখিয়ে খেতে পারেন। তবে রোজ নয়। মাঝেমাঝে জলখাবারে ঘি মাখানো টোস্ট থাকতেই পারে। হাত খুলে ঘি না মাখালেই ভাল। সপ্তাহে ১-২ দিন পরিমাণ মতো ঘি খাওয়া যায়।

ঘি ভাত

সরাসরি ভাতে ঘি মেখে না খেয়ে বরং ঘি ভাত বানিয়ে খেতে পারেন। গাজর, বিন্স, ক্যাপসিকাম দিয়ে যে ফ্রায়েড রাইস বানালেন তাতে অল্প করে গাওয়া ঘি মিশিয়ে নিন। খেতেও ভাললাগবে, আবার ওজন থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

বেকিং

কেক বানানোর জন্য ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই, তার আগেই বানাতে পারেন। বেকিং-এর সময় খানিকটা ঘি দিতে পারেন। স্বাদ লেগে থাকবে মুখে। আবার ঘি খাওয়াও হল।

বৃহস্পতিবার বিজেপি সম্পাদক অমিত রক্ষিত দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরন করেন। নিজস্ব ছবি।

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মানবতাবিরোধী ঘটনাবলীর তদন্তের দাবি ঐক্য পরিষদের

ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গত ৪ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট সারা দেশে ২০১০টি সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এসব মানবতাবিরোধী ঘটনাবলীর সুষ্ঠু তদন্তের দাবি তুলল বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ।

বৃহস্পতিবার ঢাকায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা সরকারের দেশত্যাগের আগের দিন ৪ আগস্ট বিকেল থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হিংসার চালচিত্র তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, এ সময়ে দেশের ৬৮টি জেলা ও মহানগরে মোট ২০১০টি সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেছে।

ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, "এসব ঘটনায় ৯ জন হত্যার শিকার হয়েছে। ৬৯টি উপাসনালয়ে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪ জন। ৯১৫টি বাড়ীঘরে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ৯৫৩টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

বসতবাড়ী দখল হয়েছে ১টি। জমি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল হয়েছে ২১টি। শারীরিক নির্যাতনে জখম হয়েছে ৩৮জন। মোট ২০১০টি সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় ১৭০৫টি পরিবারের সদস্যরা সরাসরি আক্রান্ত হয়েছে। উক্ত পরিবারগুলোর মধ্যে ১৫৭টি পরিবার রয়েছে যারা ইতোমধ্যে সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে এবং বর্তমানে তারা মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

খুলনা বিভাগে সবচেয়ে বেশী সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, যেখানে ৪ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ১ জন বাকপ্রতিবন্ধী। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার ১৭০৫টি পরিবারের মধ্যে ৩৪টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরিবার রয়েছে, যাদের বসতবাড়ী লুটপাট, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি পরিবারের জমি জবরদখল করা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনার তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রতিটি বিভাগেই এ ঘটনা ঘটেছে এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ও লোকজন আক্রান্ত হয়েছে। এই ১৭ দিনের সাম্প্রদায়িক হিংসায় প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক নর-নারী, কিশোর-কিশোরী, শিশু ও প্রতিবন্ধি মানুষ সরাসরি আক্রান্ত হয়েছে এবং ট্রমায় আক্রান্তের সংখ্যা সারা দেশে আনুমানিক ২ কোটি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী যারা বর্তমানে আতঙ্ক ও ভয়ের মধ্যে দিন কালাতিপাত করছে।

ঐক্য পরিষদের সভাপতি মি. নির্মল রোজারিও তাঁর পাঠ করা বক্তব্যে এই চিত্র তুলে ধরে বলেন, স্বাধীন দেশে ১৯৭২ পরবর্তী ১৯৯০, ১৯৯২, ২০০১ থেকে ২০০৬, ২০১৩ থেকে ২০২১ এবং তৎপরবর্তী সময়ে ২০২৪ সালে বর্তমান সরকারের দায়িত্ব নেয়ার আগে পর্যন্ত প্রতিটি সরকারের আমলে বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (যাদের বৃহদাংশ হিন্দু সম্প্রদায়) নানাভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বিগত সামরিক-বেসামরিক কোনও সরকারের আমলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সংঘটিত হাজারো নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনার একটিরও আজ পর্যন্ত বিচার হয়নি বা দোষীদের শাস্তির মুখোমুখি করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালের ১৯-২০ু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ২০২৪ এ নেমে প্রায় ৮.৬ু-এ এসে দাঁড়িয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম সভাপতি অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, প্রেসিডিয়াম সদস্য ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় ও রঞ্জন কর্মকার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ বসু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ, সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট দিপংকর ঘোষ, যুব বিষয়ক সহ-সম্পাদক বলরাম বাহাদুর, সহ-পেশাজীবী বিষয়ক সম্পাদক সুবীর দত্ত, যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি শিমুল সাহা প্রমুখ।

ডায়মন্ড হারবার জেলে সমর্থকের সঙ্গে দেখা করলেন অগ্নিমিত্রা পাল

ডায়মন্ড হারবার, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জেলবন্দি ২ মহিলা বিজেপি সমর্থকের সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার সংশোধনাগারে দেখা করতে এলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। স্থানীয় বিজেপির কয়েকজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ডায়মন্ড হারবার সংশোধনাগারে আসেন অগ্নিমিত্রা পাল। সংশোধনাগারের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র অগ্নি মিত্রা পালকে সংশোধনাগারে বিচারাধীন ২ মহিলা বন্দির সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়। বিচারাধীন বন্দি ২ মহিলা বিজেপি সমর্থকের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন অগ্নিমিত্রা। আর জি কর কান্ড থেকে আরম্ভ করে বন্যা পরিস্থিতি সবকিছুকেই কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "আর জি কর কান্ড থেকে মুখ ফেরানোর জন্য বন্যা নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।" নৈতিকভাবে তিনি আরজি কর কান্ডকে সমর্থন করেছেন একই সঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে সিবিআই জেরা করার দাবি জানিয়েছেন।

আর জি করের আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়কে তলব ইডির

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আর জি করের আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে মঙ্গলবার কলকাতার একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। তৃণমূলের চিকিৎসক নেতা সুদীপ্ত রায়ের বাড়িতেও গিয়েছিলেন তারা। বৃহস্পতিবার তাঁকে তলব করেছিল ইডি। সেইমতো ইডি দফতরে পৌঁছে গেলেন তিনি।

শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায় আর জি করের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানও বটে। হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলির অভিযোগের তালিকায় উঠে এসেছিল তাঁর নাম। আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত মামলায় ইডির স্ক্যানারে চলে আসেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার সিঁথির মোড়ের কাছে বিটি রোডের ধারে সুদীপ্ত রায়ের বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআইয়ের একটি দল। তাঁর বাড়ি ও লাগোয়া তাঁরই একটি নার্সিংহোমে অভিযান চালান আধিকারিকরা। দু'দিন আগেও উত্তর কলকাতায় সুদীপ্ত রায়ের বাড়ির পাশাপাশি দক্ষিণে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে পৌঁছায় ইডি। পাশাপাশি রাজ্যের ৬ জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায়। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। এবার ইডির তলবে সাড়া দিয়ে পৌঁছোলেন সুদীপ্ত রায়।

আই সি এ আর—এর শতবর্ষ উদযাপনে রাঁচি সফরে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

রাঁচি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুই দিনের সফরে রাঁচি যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেখানে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সেকেন্ডারি এগ্রিকালচারের শতবর্ষ উদযাপনে ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি।শুক্রবার রাঁচির নামকুমে শতবর্ষ উপলক্ষে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সেকেন্ডারি এগ্রিকালচারের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এইদিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গঙ্গওয়ার। এছাড়াও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সেকেন্ডারি এগ্রিকালচারের শতবর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন।

অনন্তনাগে বাস দুর্ঘটনায় আহত ৮ নিরাপত্তারক্ষী

অনন্তনাগ, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বুধবার গভীর রাতে দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগ এলাকার কাছে নিরাপত্তারক্ষীদের একটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে ৮ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার এক বরিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, কোকারনাগের কাছে একটি বাস দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে ৮ জন নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন। আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আহতদের বিস্তারিত পরিচয় সম্পর্কে এখনও জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পারিবারিক অশান্তিকে কেন্দ্র করে বোমা মারার অভিযোগ কুলতলিতে, এলাকায় উত্তেজনা

কুলতলি,১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পারিবারিক অশান্তির জেরে বোমাবাজির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার জজেরহাট এলাকায়। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে দিনে দুপুরে বোমাবাজির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে কুলতলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। কে অথবা কারা এই বোমা ছুড়েছে তা ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, স্থানীয় মসিবুর রহমান ওরফে বাবলু নিজের স্ত্রীকে মারধর করেছিলেন কয়েকদিন আগে। সেই ঘটনায় প্রতিবেশীরা প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই থেকেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাবলুর বিবাদ শুরু হয়। সেই বিবাদের জেরেই এদিন সকালে আচমকাই প্রতিবেশী আইজুল হালদারের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে অভিযুক্ত বাবলু। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। আক্রান্তদের পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই বাবলু তাঁদেরকে নানা ভাবে ভয় দেখায়। বোমা, বন্দুক নিয়ে এলাকায় ঘোরাঘুরি করে। এদিন সকালে আচমকাই সে বোমা ছোড়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ।

পুলিশি তৎপরতায় জয়নগরে উদ্ধার ২৪০ বস্তা নকল সিমেন্ট, গ্রেফতার দুই

জয়নগর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে নামি কোম্পানির প্রচুর নকল সিমেন্ট উদ্ধার করল জয়নগর থানার পুলিশ। বুধবার বিকেলে জয়নগর থানার আই সি পার্থসারথি পালের নির্দেশে ও এস আই সায়ন ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে জয়নগরের কাকাপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে এক ব্যক্তির গোডাউন থেকে উদ্ধার হয় ২৪০ বস্তা নকল সিমেন্ট। ঘটনায় গোডাউনের মালিক আসগর আলী মোল্লা এবং ট্রাক চালক রথীন বৈদ্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের দুজনকেই বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে গাড়ির চালক রথীন বৈদ্য কুলপি থানার পূর্ব বড়জবেরিয়ার বাসিন্দা এবং সিমেন্ট গোডাউনের মালিক আসগর আলী মোল্লা জয়নগর থানার অন্তর্গত কাকাপাড়ার বাসিন্দা। আসগর আলী ওই সিমেন্ট কোথা থেকে আনছিল এবং কাদের সেই নকল সিমেন্ট বিক্রি করতো সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে আদালতের কাছে অভিযুক্ত আজগর আলী মোল্লাকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

উদয়নারায়ণপুরে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন মমতা, ফের তোপ ডিভিসি-কে

উদয়নারায়ণপুর. ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করার পর মুখ্যমন্ত্রী আবারও ডিভিসি-কে আক্রমণ করেছেন। মমতা বলেছেন, 'এমনটা বৃষ্টির জন্য নয়। হ্যাঁ, ৪-৫ দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমরা তা সহ্য করতে পারি। আমাদের অনেক পরিকাঠামো ও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ডিভিসি এবং অন্যান্য এলাকা থেকে যে ৫ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে তা মানুষ সহ্য করতে পারে না। আমার জানা অনুযায়ী, ডিভিসি বাঁধের ক্ষমতা ১০০ শতাংশ থেকে মাত্র ৩৬ শতাংশে নেমে এসেছে। এটি অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার কারণে - কোনও ড্রেজিং নেই, বছরের পর বছর ধরে জল নিষ্কাশন করা হয়নি। আমরা প্রতি বছর লড়াই করছি। বাংলার মানুষ কেন সংগ্রাম করবে? তারা বলেছে, ঝাড়খণ্ড নিরাপদ থাকুক। আমি বললাম, হ্যাঁ, ঝাড়খণ্ডকে বাঁচাতে হবে, কিন্তু বাংলাকেও নিরাপদ রাখতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, 'তিনি বলেন, 'বছরে এমনটা কখনও হয়নি। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে একাধিকবার চিঠি দিয়েছি, কিন্তু তা বিবেচনা করা হয়নি। আমাদের মন্ত্রীর দল সেখানে গিয়েছিল। আমরা আর কী করতে পারি? তারা কিছুই করেনি। এই কারণে আমাদের মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।'

'ভালোবাসার দোকান'-এর আড়ালে কংগ্রেস ঘৃণা ছড়াচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

কাটরা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরায় এক নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ভালোবাসার দোকান'-এর আড়ালে কংগ্রেস ঘৃণা ছড়াচ্ছে। কংগ্রেস নিজস্ব ভোটব্যাঙ্কের বাইরে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। একই কারণে, তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে ফাটল আরও গভীর করেছিল এবং সর্বদা রাজ্যের প্রতি আংশিক আচরণ বজায় রেখেছিল।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস নেতা ইচ্ছাকৃতভাবে ডোগরা পরম্পরার উপর এই হামলা চালিয়েছেন। ভালোবাসার দোকানের নামে বিদ্বেষের মালামাল বিক্রি করা তাদের পুরনো নীতি। ভোটব্যাঙ্ক ছাড়া আর কিছুই দেখে না।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, কংগ্রেসের শাহী পরিবার দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবার। এই পরিবারই ভারতে দুর্নীতির কুফলের জন্মদাতা ও লালনকারী।'

অভিনেতা সলমন খানের বাবা সেলিম খানকে হুমকি

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অভিনেতা সলমন খানের বাবা সেলিম খান প্রাতঃভ্রমণ করার সময় তাঁকে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার জানা গেছে, হুমকি দিয়ে দিয়ে পালিয়ে যান ওই মহিলা। সেলিম খান এ ঘটনায় থানায় দ্রুত অভিযোগ দায়ের করেন। বান্দ্রা থানার পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সকালে সেলিম খান হাঁটতে গিয়েছিলেন। এ সময় তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে একটি বেঞ্চে বসেছিলেন। বোরখা পরা এক মহিলা স্কুটারে করে হঠাৎই তাঁর কাছে এসে হুমকি দিয়ে বলেন, আমি কি লরেন্স বিষ্ণোইকে পাঠাব? এটা বলেই তিনি দ্রুত পালিয়ে যান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

পুণেতে গণেশ বিসর্জনের দিন মৃত্যু তিনজনের

পুণে, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গণেশ বিসর্জনের সময় পুণেতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে লে জানা গেছে। সসুন হাসপাতাল সূত্রে বৃহস্পতিবার জানা গেছে, নয়ন ধোকে (২৭), বিশাল বল্লাল (৩৫) এবং ৪৫ বছর বয়সী এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে তিনটি পৃথক জায়গা থেকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালেই তিনজনের মৃত্যু হয়। তাদের দেহ ময়নাতদন্তর জন্য পাঠানো হয়েছে। তারপরই তিনজনের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আর জি কর হাসপাতাল পরিদর্শনে নতুন পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) নতুন পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা আর জি কর হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন। বৃহস্পতিবার গেলেন তিনি অকুস্থলে ও ঘুরে দেখলেন চারতলায় বহু বিতর্কিত এলাকাটিও। দুপুরে সেখানে তিনি যাওয়ার তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই তার এই ঝটিকা সফরের আগেই সব রকমের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। নতুন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (নর্থ) হাজির ছিলেন। তৎসহ অন্যান্য পদস্থ পুলিশ কর্তা ও আরজিকর হাসপাতালের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে হয় এই পরিদর্শন। আরজিকর হাসপাতালের মহিলা পিজিটি"র রহস্য মৃত্যুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৯ আগস্ট রাতের ঘটনার পর মৃতদেহ উদ্ধার এবং এলাকা কর্ডন করে রাখা, সেমিনার রুম, চেস্ট মেডিসিন ওয়ার্ড, প্রভৃতি জায়গা পরিদর্শন করেন তিনি। সেই সূত্রে জুনিয়র চিকিৎসক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ডেকে পাঠানো, টালা থানার ভূমিকা, ময়না তদন্তের জন্য দেহ পাঠানো এবং তা নিয়ে গড়িমসি ইত্যাদি ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের নতুন দায়িত্ব নিয়েই

গত ১০ বছরে স্বচ্ছতা অভিযান দেশব্যাপী একটি অভিযানে পরিণত হয়েছে : রাষ্ট্রপতি

উজ্জয়িনী, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে সাফাই মিত্র সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, গত ১০ বছরে স্বচ্ছতা অভিযান দেশব্যাপী একটি অভিযানে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, স্বচ্ছতা ভারত মিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, যা ২০২৫ সাল পর্যন্ত চলবে, আমাদের সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।সাফাই মিত্র সম্মেলনে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি ইন্দোর-উজ্জয়িনী ৬ লেন সড়ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, পরিচ্ছন্নতার দিকে আমাদের একটি পদক্ষেপ সমগ্র দেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণিত হবে। তিনি সকলকে পরিচ্ছন্ন ভারত, সুস্থ ভারত এবং উন্নত ভারত গড়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, 'আমরা সবাই জানি, পরিচ্ছন্নতার দিকে আমাদের একটি পদক্ষেপ সমগ্র দেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়ক হবে। আসুন আমরা সবাই একটি পরিচ্ছন্ন ভারত, একটি সুস্থ ভারত এবং একটি উন্নত ভারত গড়ার অঙ্গীকার করি।'

চাইবাসায় আইইডি বিস্ফোরণে জখম এক জওয়ান

পশ্চিম সিংভূম, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূমের চাইবাসায় নকশালদের পাতা আইইডি বিস্ফোরণে ২০৯ কোবরা ব্যাটালিয়নের একজন জওয়ান আহত হয়েছেন। জানা গেছে, জরাইকেলা থানা এলাকার কুলাপাবুরুতে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের বিষয়ে জানিয়েছেন চাইবাসার এসপি আশুতোষ শেখর। তিনি জানান যে, নকশালদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সময় এই বিস্ফোরণ হয়। সেই জন্যই জওয়ানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এই আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এর ফলে একজন জওয়ান আহত হয়েছেন। উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য তাঁকে রাঁচিতে পাঠানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

কংগ্রেস ও পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ও এজেন্ডা একইরকম : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর মতে, কংগ্রেস ও পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ও এজেন্ডা একইরকম। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে অমিত শাহ লিখেছেন, '৩৭০ এবং ৩৫ এ অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে কংগ্রেস এবং জেকেএনসি-কে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সমর্থন আবারও কংগ্রেসের মুখোশ খুলে দিয়েছে। এই বিবৃতি আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কংগ্রেস এবং পাকিস্তানের উদ্দেশ্য এবং এজেন্ডা একইরকম। গত কয়েক বছর ধরে রাহুল গান্ধী সমস্ত ভারত বিরোধী শক্তির পাশে দাঁড়িয়েছেন, দেশবাসীর অনুভূতিতে আঘাত করছেন।'অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে আরও লিখেছেন, 'এয়ার স্ট্রাইক এবং সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রমাণ চাওয়া হোক অথবা ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করা হোক, রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস দল

আমতায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি; রাস্তা জলমগ্ন, নজর রাখছে প্রশাসন

আমতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ডিভিসি-র ছাড়া জলে হাওড়ার আমতা ২ নম্বর ব্লকের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি। জলস্তর আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় চরম সমস্যায় দ্বীপাঞ্চলের ৩৫ হাজার বাসিন্দা। এই বিষয়ে আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল জানিয়েছেন, দ্বীপাঞ্চলের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়াও নতুন করে ঝিকিরা, ঝামটিয়া, অমরাগড়ি, কাশমলী গ্রাম পঞ্চায়েত প্লাবিত হয়েছে। এছাড়াও থলিয়া ও বিনোলাকৃষ্ণবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতও প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে। রাস্তার উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হওয়ায় আমতা-ডিহিভুরশুট রুটে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। যেভাবে জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আমতা-ঝিকিরা রুটেও কিছুক্ষণ পর যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। প্রশাসন সবদিকে নজর রাখছে।

দেওয়াল ধসে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু মহিলার

ফিরোজাবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বুধবার গভীর রাতে উত্তর প্রদেশের ফারিহা থানা এলাকায় গরু বাঁধতে গিয়ে দেওয়াল চাপা পড়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আহত হয় গরুটি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে বৃষ্টির সময় ফারিহা থানার গুহানা গ্রামের বাসিন্দা মুকেশের স্ত্রী গঙ্গাশ্রী (৪৯) তার গরু বাঁধতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দেওয়ালটি ধসে পড়ে।

যুব মোর্চার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। নিজস্ব ছবি।

দূর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে শান্তিরবাজার থানায় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ সেপ্টেম্বর: দূর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে শান্তিরবাজার থানায় অনুষ্ঠিত হলো এক আলোচনাসভা। হাতেগুনা আর কিছুদিন পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দূর্গোৎসব।
এইবছর বন্যার প্রভাবে সকলে ক্ষতিগ্রস্থ। বন্যার প্রভাবের ফলে নিয়ম রক্ষনার্থে এইবছর সবকয়টি পূজা ছোট আকারে অনুষ্ঠিত করা হবে। পূজার কয়েকদিনটা যাতে করে সকলে আনন্দে কাটাতে পারে ও যাতে করে কোনোপ্রকার অপ্রতিকর ঘটনা না ঘটে তারই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে শান্তিরবাজার আরক্ষা দপ্তর।
শারদীয় দূর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে শান্তিরবাজার সবকয়টি পূজা কমিটিকে নিয়ে থানায় এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত করা হয়। আজকের এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সৌগত চাকমা, শান্তিরবাজার থানার ওসি সঞ্জীব লস্কর সহ অন্যান্যরা।আলোচনাসভার মাধ্যমে পূজার কয়েকটা দিন কিভাবে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে চলা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

রাস্তায় ভগ্ন দশায় সমস্যার সম্মুখীন এলাকাবাসী, দ্রুত সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর:গ্রামে নেই যাতায়াতের জন্য রাস্তা। ভগ্ন রাস্তায় চলাচল করেই দিন কাটছে উপজাতি জনপদের মানুষের। রাস্তার বেহাল দশায় গ্রামে প্রবেশ করতে পারেনা কোন গাড়ী। অসুস্থ রোগীদের কাঁধে চাপিয়ে তুলতে হয় গাড়ীতে। রেল রাস্তা অতিক্রম করে দিনের পর দিন যাতায়াত চলছে দুই গ্রামের মানুষের। এই অবস্থা বিজেপি শাসিত ত্রিপুরার ধলাই জেলার বিরাশিমাইল থেকে ভক্তসিং পাড়া-কাঞ্চনছড়া যাবার রাস্তায়। দ্রুত রাস্তা নির্মানের দাবী তুলছেন এলাকার ভূক্তভোগী মানুষ।
এই এলাকার বিরাশিমাইল বাজার থেকে ভক্তসিং পাড়া হয়ে কাঞ্চনছড়া যাবার জন্য রয়েছে একটিমাত্র রাস্তা। এলাকার মানুষের অভিযোগ সরকারের রাস্তাটির নির্মানের জন্য নেওয়া হচ্ছেনা কোন উদ্যোগ। প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশটি উপজাতি পরিবারের বসবাস এই গ্রামে। রাস্তার বেহাল দশায় বর্তমানে চরম দূর্ভোগে পড়তে হচ্ছে ঐ গ্রামের মানুষদেরকে। তাদের বক্তব্য, গ্রামে গাড়ী প্রবেশ করাতো দূর বৃষ্টি হলে হেঁটে চালাই দুঃস্বাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তাদের পক্ষে। তারা জানিয়েছেন এলাকায় দীর্ঘ পনেরো যোল বছর আগে গ্রামে ছিলো জওহর নবোদয় বিদ্যালয়। তখন বিদ্যালয় পর্যন্ত তৈরী হয়েছিলো ইট সলিং রাস্তা। কিন্তু এর কিছুদিন পরই স্কুলটি সেখান থেকে স্থানান্তর হয় অন্যত্র। তার পরথেকেই ধীরে ধীরে বেহাল হতে থাকে রাস্তাটি।
তারা জানান, বৃষ্টির দিনে ঐ রাস্তায় ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয় তাদেরকে। তাছাড়া ভক্তসিং পাড়া থেকে কাঞ্চনছড়া যাবার রাস্তাটি দুভাগে বিভক্ত করেছে রেলপথ। বর্তমানে রেলের রাস্তা অতিক্রম করেই প্রতিদিন চলছে দুই গ্রামের মানুষের যাতায়াত। এতে করে দূর্ঘটনাও ঘটছে বলে জানান গ্রামবাসীরা। রেল রাস্তার উপর ওভারব্রিজ নির্মানের দাবী জানিয়েছেন তারা।

শপথ ২১শে

● প্রথম পাতার পর

দিল্লির লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনার সঙ্গে দেখা করে নিজের ইস্তফাপত্র তুলে দিয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর সঙ্গেই সাক্সেনার কাছে গিয়ে দিল্লিতে নতুন সরকার গড়ার দাবি জানিয়েছিলেন অতিশী। আর শনিবার তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন, একইসঙ্গে কয়েকজন বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবেও শপথ নিতে পারেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাম যুবনেতা কলতান দাশগুপ্তকে জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বাম যুবনেতা কলতান দাশগুপ্তকে জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চ ৫০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। পাশাপাশি আদালতের অনুমতি ছাড়া কলতানকে গ্রেফতারিতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বর্তমান বা ভবিষ্যতে দায়ের হতে পারে এমন কোনও মামলাতেই কলতানের বিরুদ্ধে আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ।
সম্প্রতি তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ একটি অডিও ক্লিপ প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। যে অডিও ক্লিপে দু'জনের কথোপকথন রয়েছে, যাঁরা সল্টলেকে সেক্টর ৫-এ জুনিয়ার ডাক্তারদের অবস্থানে হামলা চালানোর বিষয়ে কথা বলছিলেন। কুণালের অভিযোগ ছিল, এই অডিও ক্লিপ রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে বাম, অতি বাম ষড়যন্ত্রের প্রমাণ। এরপরই পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে সুয়োমোটো মামলা দায়ের করে তদন্তে নামে। উত্তর চব্বিশ পরগনার হালতু থেকে গ্রেফতার করা হয় সঞ্জীব দাস নামে এক ব্যক্তিকে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই নাটকীয়ভাবে বাম যুবনেতা কলতান দাশগুপ্তকে হেপাজতে নেয় পুলিশ।
পুলিশের দাবি ছিল, ওই অডিও ক্লিপে একটি কণ্ঠ কলতানের। তাঁকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন বলে আদালতে জানায় পুলিশ। পালটা সওয়াল করেন কলতানের আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য্য। তিনি যুক্তি দেন, ফোনের অপর প্রান্তে কেউ কি বলল তার ভিত্তিতে একজনকে কি করে গ্রেফতার করা যেতে পারে। এছাড়া নোটিশ না দিয়েই কলতানকে গ্রেফতার করা বেআইনি হয়েছে বলেও আদালতে জানান তাঁর আইনজীবী। এরপরই রাজ্যের বক্তব্য জানতে চেয়ে, নোটিশ দেয় হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ। সেইমতো বৃহস্পতিবার রাজ্যের তরফেও জানানো হয় কলতানের সঙ্গে সঞ্জীব দাসের বহুবার টেলিফোনে কথোপকথন হয়েছে। তাঁকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের যুক্তি নাকচ করে বিচারপতি। বাম যুবনেতার জামিন হওয়ায় স্বস্তিতে সিপিএম।

পঞ্চায়েত ডিলিমিটেশন হাইলাকান্দিতে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক

হাইলাকান্দি (অসম) ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পঞ্চায়েত সীমা পুনর্নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) এর খসড়া তালিকা প্রকাশ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলির মতামত জানতে বৃহস্পতিবার হাইলাকান্দিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসনের উদ্যোগে এতে জেলার তিন বিধায়ক সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারা অংশ নেন। ডিলিমিটেশন কমিশনের মেম্বার সেক্রেটারি জেলা পরিষদের সিইও রণজিৎ কুমার লস্করের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন পরামর্শ তুলে ধরা হয়। পরামর্শ গুলির মধ্যে রয়েছে ডিলিমিটেশনের সি গ্রুপের জেলা হাইলাকান্দির ক্ষেত্রে প্রতিটি গাও পঞ্চায়েতের জনসংখ্যা ৬ হাজার থেকে ৯ হাজার ২০০ থাকতে হবে। ডিলিমিটেশনের এসওপি অনুযায়ী একটি রেভিনিউ ভিলেজকে একই গাও পঞ্চায়েতের অধীনে থাকতে হবে। এর আগে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সদস্য সচিব রণজিৎ কুমার লস্কর জানান খসড়া প্রকাশ করে সাধারণের মতামত জানতে সব প্লেটফর্মে তা দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে দাবি ও আপত্তি আগামীকাল অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বরে বিকাল ৪ টার মধ্যে জেলা পরিষদের সিইওর কার্যালয়ে তা জমা দেওয়া যাবে। দাবি ও আপত্তির শুনানি ২৩-২৪ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর দুইজন এডিসি গ্রহণ করবেন। হাইলাকান্দি বিধানসভা চক্রের দাবি আপত্তি গুলি এডিসি রক্তিম বরুয়া দেখবেন । পাশাপাশি আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা চক্রের দাবি আপত্তি গুলি এ ডিসি অমিত পারবোসা দেখবেন বলে সভায় জানান রণজিৎ কুমার লস্কর। প্রসঙ্গ তিনি জানান যে, ডিলিমিটেশনের ফরমেট অনুযায়ী জনসংখ্যার কোন সংস্থান নেই। সভাপতি ভাষনে তিনি আরো জানান যে দাবি ও আপত্তি গুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তা দেখা হবে । সভায় তিন বিধায়ক যথাক্রমে সুজাম উদ্দিন লস্কর, জাকির হোসেন লস্কর,নিজাম উদ্দিন চৌধুরী সহ বিজেপির সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য কংগ্রেসের সভাপতি শামসুদ্দীন বড়লস্কর, এ আই ইউ ডি এফ এর সভাপতি আফজল হোসেন লস্কর, সিপিআইএম এর অধীর নাথ এবং অগপ দলের পক্ষে হরিমোহন রাজভর অংশ নেন।

হাইলাকান্দিতেও অরুণোদয় ৩.০ যাত্রা শুরু

হাইলাকান্দি (অসম) ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় অরুণোদয় তৃতীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগী বাছাই করা উদ্দেশ্যে রেশন কার্ড দিতে বৃহস্পতিবার দুইটি সচেতনতামূলক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার প্রতিটি সমবায় সমিতি থেকে ৩৫০ জন করে সুবিধাভোগীরা অংশ নেন। হাইলাকান্দি এস এস কলেজের খেলার মাঠে হাইলাকান্দি বিধানসভার সুবিধাভোগীরা অংশ নেন। পাশাপাশি বোয়ালিপারের শশীভূষণ ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনের মাঠে আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা চক্রের সুবিধাভোগীরা সামিল হন। দুটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভাষণ জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানো হয়। দুটি অনুষ্ঠানেই নতুন করে যারা অরুণোদয় পাবেন তাদের আবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এস এস কলেজের সভায় জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে যোগ্য হিতাধিকারী, যাদের এখনো রেশন কার্ড নেই তাদেরকে রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করতে বলেন। উল্লেখ্য অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধাভোগীর জন্য দরখাস্ত করতে হলে রেশন কার্ড থাকতে হয়। এস এস কলেজের অনুষ্ঠানে জেলা বিজেপি কর্মকর্তা স্বপন ভট্টাচার্য প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে চৌধুরী চরণ গৌড় উপস্থিত ছিলেন। শশীভূষণ ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনের খেলার মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি ডিডিসি এল্ডার ফারহিনের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুই বিধায়ক জাকির হোসেন লস্কর এবং নিজাম উদ্দিন চৌধুরী অরুণোদয় প্রকল্প চালু করায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনের জন্য বিধবা, অবিবাহিত, ডিভোর্সি ও পরিত্যক্ত মহিলা সহ তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি এবং দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারবেন। এই আবেদনের জন্য রেশন কার্ড থাকতে হবে। যাদের রেশন কার্ড নেই তাদেরকে সংশ্লিষ্ট গাঁও পঞ্চায়েত কার্যালয়, বিডিও কার্যালয়, এবং শহরের ক্ষেত্রে পুরসভা কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

টিংকু

● আটের পাতার পর

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক রাজ্যে যে ১০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সংস্কার করে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুলেছে তার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন।অনুষ্ঠানে আগরতলার পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। আজ নারীরা আগের চাইতে অনেক সুরক্ষিত। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা ও ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী সহ অতিথিগণ ৫ জন গর্ভবতী মহিলা ও ৫ জন শিশুর হাতে পোষণ কিট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের তৈরি পোষণ মাহ-এর ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ দপ্তরের শিশুর ওজন ও বৃদ্ধি পরিমাপক কেন্দ্র, স্থানীয় খাদ্য সামগ্রীর প্রদর্শনী ও রক্তাল্পতা সনাক্তকরণ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল রাঞ্চল।

দূর্গাপুরে এনভিএফ হেডকোয়ার্টারে জলসা বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ, ধৃত ৯

দূর্গাপুর, ১৯ সেপ্টম্বর (হি.স.) : বিশ্বকর্মা পুজো। আর সেই উপলক্ষ্যে জলসা। আর ওই জলসায় তারোস্বরে মাইক বাজানোর অভিযোগ। মাইকের আওয়াজে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল আশপাশের বাসিন্দারা। খবর পেয়ে জলসা বন্ধ করতে খোদ পুলিশই আক্রান্ত ''মদ্যপ'' এনভিএফকর্মীদের হাতে। আহত এক এসআই গুরুতর জখম অবস্থা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার রাত্রে ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় দুর্গাপএর ৩৮ নং ওয়ার্ডে এনভিএফ হেডকোয়াটারে। ঘটনায় ৪ এনভিএফ কর্মী সহ ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহঃস্পতিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন।ঘটনায় জানা গেছে, দুর্গাপুর কোকওভেন থানার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিমবঙ্গ ন্যাশনাল ভলেন্টিয়ার ফোর্সের (এনভিএফ) হেডকোয়ার্টার রয়েছে। সেখানে দুর্গাপুরের বিশ্বকর্মা পুজো আয়োজন করা হয়েছিল। বুধবার গভীর রাতে লাউড স্পিকার বাজিয়ে চলছিল জলসা। তারস্বরে মাইক বাজানোয় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল আশপাশের বাসিন্দারা। অভিযোগ ডিজের শব্দে অনেক হার্টের রোগী, বয়স্ক ও শিশুদের সমস্যা হচ্ছিল। গোটা বিষয়টি স্থানীয় কোকওভেন থানায় অভিযোগ করেন বাসিন্দারা। অভিযোগ পেয়েই কোকওভেন থানার পুলিশ এনভিএফ হেডকোয়ার্টারে পৌঁছায়। অভিযোগ, লাউড স্পিকার বন্ধ করতে নির্দেশ দিতেই এএসআই সঞ্জয় ঘোষের ওপর হামলা চালায়। তখন এনভিএফ-এর কর্মীরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তাতে গুরুতর জখম হন সঞ্জয়বাবু। ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে কোক ওভেন থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহত এসআইকে উদ্ধার করে দুর্গাপুরের বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনায় ৪ এনভিএফের কর্মী সহ মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দিব্যাঙ্গজনদের মেগা জব ফেয়ার, বিপুল সাড়া

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকোমোটর ডিজএবিলিটিজ (দিব্যাঙ্গজন) সংস্থার উদ্যোগে ও সমর্থনম ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে প্রাপকদের হাতে নতুন কাজে যোগদানের জন্য নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই মেগা জব ফেয়ারে এ পর্যন্ত মোট ১৫ টি সংস্থা তাদের ১,৬৭৫টি শূন্য পদে কর্মী নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। প্রথম দফায় ৪৬০ জন কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে ৫০ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই নতুন কাজে যোগদানের জন্য নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে কর্মপ্রার্থীদের। অন্যান্যদের মধ্যেও সব কিছু যাচাইয়ের পর ধাপে ধাপে নিয়োগ করা হবে। এদিকে, প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্থার অধিকর্তা ডঃ ললিত নারায়ন। উদ্বোধনী পর্বে তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, অল্প সময়ের ব্যবধানে নোটিশ দিয়ে এই মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে তাদের এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়াস অব্যাহত। সেই কারণে এই 'জব ফেয়ার'- এর আয়োজন। রাজ্য কমিশনার নীলাঞ্জনা দাশগুপ্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রথাগত শিক্ষার বাইরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্যে প্রশিক্ষণ মাধ্যমেই পুনর্বাসনের লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করে রাজ্য। বৃহস্পতিবার এই ''জব ফেয়ার'' - এর সাফল্য কামনা করেন তিনি।' এরপর বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা কর্ম প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নিয়েই পরে তাদের যোগ্যতা ও প্রমাণ পত্র যাচাই এবং বাছাইয়ের পর নির্বাচিত করে নিয়েছেন।

অরুণোদয় প্রকল্প-এর জন্য কারা আবেদন করতে পারবেন, জানান মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় লোকসেবা ভবন (জনতা ভবন)-এ অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ, মুখ্যসচিব ড. রবি কোটাকে পাশে নিয়ে বোতাম টিপে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে অসমের ১২৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের নতুন সুবিধাভোগীদের জন্য অরুণোদয় ৩.০ প্রকল্পের শুভারম্ভ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অরুণোদয় প্রকল্প-এর জন্য কারা আবেদন করতে পারবেন এবং কারা পারবেন না, তার তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
এই প্রকল্পে যাঁরা আবেদন করতে পারবেন তাঁরা যথাক্রমে, বিধবা; ৪৫ বছরের বেশি বয়সি অবিবাহিত; বিবাহবিচ্ছেদিত ও নিঃসঙ্গ (ডেজার্টেড) মহিলা; তৃতীয় লিঙ্গ; লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী অধিকার আইন, ২০১৬-এ সংজ্ঞায়িত দিব্যাঙ্গজন; সরকারি নিবন্ধিত বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসকারী বৃদ্ধ / অসহায় মহিলারা; পরিবারের অক্ষম বা বয়স্ক (ষাটোর্ধ) মহিলা; পরিবারের মহিলা সদস্য যাঁরা এইচআইভি / থ্যালাসেমিয়া / হিমোফিলিয়া / সেরিব্রাল পালসি / কুষ্ঠ/ অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত; আশ্রয়হীন ঘরের মহিলা; অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা মহিলা সুবিধাভোগী এবং যে পরিবারের কম্পোজিট আয় বার্ষিক ২ লক্ষ টাকার কম।
যারা আবেদন করতে পারবেন না তাঁদের তালিকাও তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা। তাঁরা সাংসদ; বিধায়ক; সিএফএম; এফএম; প্রাক্তন সাংসদ; প্রাক্তন বিধায়ক; প্রাক্তন সিএফএম; প্রাক্তন এফএমগণ। এছাড়া পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান; শহুরে স্থানীয় সমিতি ও স্বশাসিত কাউন্সিল / ভিসিডিসি প্রভৃতির বর্তমান সদস্যরা (ষষ্ঠ তফশিলি জেলায়); ডাক্তার; ইঞ্জিনিয়ার; আর্কিটেক্ট; চার্টাড অ্যাকাউন্ট্যান্ট; ব্যাংকের চাকরিজীবী; আইনজীবী; অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী; মিড-ডে মিল কর্মী; আশা কর্মী; আশা সুপারভাইজার; গ্রামপ্রধান সহ যে কোনও সরকারি নিয়মিত কর্মচারী; পেনশনভোগী বা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী; সরকারি ঠিকাদার ও সরবরাহকারী; রিয়েল এস্টেট নির্মাতা (বিল্ডার / প্রমোটার); শিল্পপতি ও ট্রেড লাইসেন্সধারী যাঁরা আয়কর প্রদান করেন; ব্যবসায়ী / উদ্যোক্তা দোকানদার বা অন্য ব্যবসায়ী যাঁরা আয়কর দেন।এছাড়া ক্ষুদ্র ও মার্জিন্যাল ক্যাটাগরি ছাড়া অন্য জমির মালিক; মোটরচালিত চার চাকার যানবাহনের মালিক; যে কোনও প্রকল্পের সুবিধাভোগী; অরুণোদয় ৩.০-এর মতো রাজ্য থেকে আর্থিক সুবিধা যাঁরা পাচ্ছেন; ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০১৩ (এনএফএসএ)-এর অধীনে বিদ্যমান অসম খাদ্য সুরক্ষা বিধিতে বিজ্ঞাপিত যে সকল পরিবারের আয় নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তাঁরা এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন না, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ইসলামের

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসকরা ইমাম ইসলাম উদ্দিনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। উনার আনুমানিক বয়স ৪৫ বছর হবে বলে জানিয়েছেন জামা মসজিদ কর্তৃপক্ষ। মাত্র দুই মাস হয়েছে তিনি কাজ যোগদান করেছেন এবং বিভিন্ন প্রতিবেশীর দেওয়া খাবারের উনার দিন রাত চলতো এমন অবস্থায় কি কারনে তিনি হঠাৎ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন তা নিয়ে এলাকায় একটা স্তব্ধতা নেমে এসেছে।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। আসলে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করাই আসল লক্ষ্য ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অ্যাম্বাসেডর করেছি। তিনি রাজ্যে এসে অনেক জায়গায় গিয়েছেন এবং শুটিং করেছেন। টিভি এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় পর্যটনের প্রচার হচ্ছে। এতে অনেক পর্যটক আসছেন।
আমাদেরও উচিত পর্যটন শিল্পের বিকাশে এগিয়ে আসা। কারণ হাতের কাছেই এখন মোবাইল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে আমরা যদি সারা পৃথিবীকে জানান দিই যে এখানে এমন একটি সুন্দর ঝর্ণা রয়েছে। তাতে সাড়া দিয়ে মানুষ অবশ্য আসবে এখানে। অনেকে এসে বলেন যে ত্রিপুরায় এত কিছু আছে, কিন্তু অনেক মানুষ সেটা জানেন না। তাই রাজ্যের পর্যটন শিল্পের অগ্রগতির জন্য আমাদের সকলকে মিলিতভাবে প্রয়াস নিতে হবে। মানুষকে আরো জানাতে হবে। উত্তর পূর্ব জোনে থাকা সিকিম, দার্জিলিং, মেঘালয় সহ বিভিন্ন জায়গায় যান পর্যটকরা।
সেই জায়গায় ত্রিপুরায় কেন আসবে না মানুষ? বিগত সময়ে যারা রাজ্য শাসন করেছেন তাদের মধ্যে এবিষয়ে কোন চিন্তাভাবনা ছিল না। শুধু কেন্দ্র দেয় না, কেন্দ্র দেয় না - এসবই বলতো। নিজেদের যে এত রত্নভান্ডার রয়েছে তাতে কোন আমল দেয়নি তারা। আর ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পর পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন নিজেদের কাছে যা কিছু রয়েছে তার সদ্ব্যবহার করা। এতে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থারও উন্নয়ন হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ত্রিপুরায় পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ''ত্রিপুরা পর্যটন নীতি'' চালু করা হয়েছে। এতে বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হচ্ছেন। বিদেশ থেকেও বিনিয়োগকারীরা আসছেন। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে সিপাহীজলা, উদয়পুর, ছবিমুড়া, নীরমহল, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, ডম্বুর লেক, জম্পুইহিল, উনকোটিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে। আগামীদিনে এডিবি ফান্ড থেকে এসব ক্ষেত্রে আরো উন্নয়ন ঘটানো হবে। এর পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব প্রায় ৪১টি লগহাট নির্মাণ করা হয়েছে। আরো ১০টি চালু হওয়ার পথে রয়েছে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে পর্যটকদের জন্য লাইট এন্ড শো''য়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ত্রিপুরার রাজ বংশের ইতিহাস সেখানে তুলে ধরার ব্যবস্থা হয়েছে। বাইরে থেকেও মানুষ আসছেন। এখানে বসার সুবিধা, খাবারের ব্যবস্থাও রয়েছে। পর্যটকদের সঙ্গে সবসময় ভালো ব্যবহার করতে হবে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। কোন ধরণের অঘটন বা উশৃঙ্খলতা থেকে বিরত থাকতে হবে। পর্যটকদের ভালোভাবে আদর আপ্যায়ন করতে হবে। এরপর তারাই ফিরে গিয়ে ত্রিপুরার প্রশংসা করবেন। এতে ত্রিপুরার জাতি জনজাতির মধ্যেকার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য বজায় থাকবে।
ডাঃ সাহা বলেন, প্রসাদ প্রকল্পে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কাজও প্রায় শেষের পথে। নির্মাণ সংস্থাকে দ্রুত প্রকল্পের কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। তারা আশ্বাস দিয়েছেন যত দ্রুত সম্ভব কাজ সম্পন্ন করার। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে মানুষ আরো বেশি করে সেখানে যাবেন। পর্যটন দপ্তর থেকে এডভেঞ্চার ট্যুরিজম শুরু করা হয়েছে। ডুম্বুর লেক, ছবিমুড়া, জম্পুই হিলে এডভেঞ্চার ট্যুরিজম চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৩ - ২৪ অর্থ বছরে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার দেশীয় পর্যটক এবং ৭৫ হাজারের অধিক বিদেশী পর্যটক ত্রিপুরা ভ্রমণ করেছিলেন। রাজ্যে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে এবং আরো বাড়তে থাকবে।
অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন বীণা দাস, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, দুর্গা চৌমুহনী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ভানু প্রতাপ লোধি, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি, ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু ভাহিদ এ, পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

মিডিয়াম স্কুলে জয়েন করার জন্য আদেশ বের হয়েছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রিয় শিক্ষিকাকে বদলি হতে দেবে না।
ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি মৌসুমী দেববর্মা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাশাপাশি ককবরক বিষয়েও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করে। যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা মৌসুমী দেববর্মাকে প্রমোদনগর স্কুল থেকে যেতে দেবে না। অথচ শিক্ষা দপ্তর এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকের তরফে অর্ডার ইস্যু করা হয়ে গিয়েছে, যাতে করে মৌসুমী দেববর্মা বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জয়েন করে। বদলির অর্ডারের বিরুদ্ধে প্রমোদনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীরা বৃহস্পতিবার দুপুরে দলবেঁধে বিশ্রামগঞ্জ জেলা শিক্ষা আধিকারিক অফিসের সামনে এসে স্লোগান দিতে থাকে শিক্ষিকা মৌসুমী দেববর্মাকে বদলি করা যাবে না।
প্রমোদনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর ছাত্র ছাত্রী এবং তিপ্রা ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফেডারেশনের বিশালগড় ডিভিশন কমিটির কনভেনার দূর্যোধন দেববর্মা ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে মিল্টন দেববর্মা, আশীষ দেববর্মা, বিপুল দেববর্মা, সোনিয়া দেববর্মা সহ এক প্রতিনিধি দল সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক এবং ও এস ডি অর্থাৎ অফিসারস অন স্পেশাল ডিউটি এন্টনি দেববর্মার সাথে মিলিত হয়ে তাদের দাবি সনদ তুলে দেন।
ছাত্র-ছাত্রী এবং ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে জেলা শিক্ষা আধিকারিক বলেন শিক্ষিকার বদলির আদেশ ক্যান্সেল করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা শিক্ষা অধিকর্তার বিষয়। শিক্ষা দপ্তর কোন শিক্ষক শিক্ষিকাকে কোথায় বদলি করবে কোন স্কুলে বদলি করবে এটা সম্পূর্ণ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার আওতাধীন। এই বিষয়ে তার কিছু করার নেই বলেও তিনি ছাত্র-ছাত্রী এবং ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বদের জানিয়ে দিয়েছেন। জেলা শিক্ষা আধিকারিক আরো বলেছেন ছাত্র-ছাত্রী এবং ছাত্র সংগঠনের যে দাবি সেটা তিনি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দেবেন।
জেলা শিক্ষা আধিকারিক এর কাছ থেকে এইকথা শোনার পর ছাত্র-ছাত্রী এবং ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বরা সবাইকে নিয়ে প্রমোদনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে চলে যায়। শিক্ষিকা মৌসুমী দেববর্মার বদলির আদেশকে ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রমাগত আন্দোলনের জেরে নষ্ট হচ্ছে গোটা জম্পুইজলা মহকুমা এলাকার শিক্ষার পরিবেশ এমনটাই অভিমত জম্পুইজলা মহকুমার শিক্ষানুরাগী মহলের।

বামফ্রন্টের

● প্রথম পাতার পর

জায়গায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন নারী সম্পর্কিত অপরাধ উল্লেখ করে এই ঘটনাগুলোর দ্রুত সঠিক তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে।
পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সম্পর্কিত প্যাকেজ বাড়ানোর জন্য দাবি জানানো হয় বামফ্রন্টের তরফে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলির ক্ষতির পরিমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে সেগুলো ক্ষতিপূরণ প্রদান করার দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে সরকারকে, এই দাবি জানানো হয় মেমোরেন্ডামে। গন্ডাছড়ায় ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সার্বিকভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তাদের বাড়িঘর পুনরায় নির্মাণ করে দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারছেন না তত সময় পর্যন্ত তাদেরকে আশ্রয়স্থল ছেড়ে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি এলাকায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করারও দাবি জানানো হয়েছে।
সমসাময়িক এ বিষয়গুলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এই মেমোরেন্ডাম প্রদানের মাধ্যমে আলোচিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানানো হয়েছে এদিন বামেদের তরফে।

াঙ্গন

সিনিয়র লীগ ফুটবলে ত্রিবেণীকে হারিয়ে ফের জয় অব্যাহত ব্লাডের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে ব্লাডমাউথ ক্লাব। শক্তিশালী ত্রিবেণী সংঘকে আজ, বৃহস্পতিবার হারালো ছয় গোলের ব্যবধানে।

খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল এ ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের। বিকেল সাড়ে তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ব্লাডমাউথ ক্লাব ও ত্রিবেণী সংঘের খেলা অনেকটা একতরফা ম্যাচের রূপ নেয়। প্রথমার্ধে খেলার ১৮ মিনিটের মাথায় এ. জমাতিয়ার একমাত্র গোলে ব্লাড মাউ স এক গোলে লিড নেয়। দ্বিতীয়ার্ধের পাঁচ গোল ব্লাড মাউথ ক্লাবের জয় নিশ্চিত করে দেয়।

জিষ্ণু পি. ৫৪ ও ৮০ মিনিটের মাথায় দুটো গোল করে এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, টি. ববিশ, ডি জমাতিয়া এবং এস জমাতিয়া দ্বিতীয়ার্ধের ৬১, ৭৫ ও ৭৮ মিনিটের মাথায় পরপর তিনটি গোল করে। ব্লাড মাউথ ক্লাবের পক্ষে এটি সপ্তম ম্যাচের মাথায় পঞ্চম জয়। মাঝে টাউন ক্লাবের কাছে ৩-৪ গোলে এবং নাইন বুলেটস এর কাছে ন্যূনতম গোলে পরাজয় তাদের কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছে। এ পর্যন্ত ৭ ম্যাচ খেলে পাঁচটিতে জয়ী হয়ে পনেরো পয়েন্ট নিয়ে সুপার ফোর এর রাস্তা অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে।

খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি বিজিত ত্রিবেণী সংঘের এস. কুমার চাকমাকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন।

ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, পল্লব চক্রবর্তী, সুকান্ত দত্ত ও সত্যজিৎ দেবরায়।

লালমুয়ানার জোড়া গোল, এগিয়ে চল-র বিজয় রথ থামিয়ে দারুন জয় লালবাহাদুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লাল বিয়াক মুয়ানার জোড়া গোল। প্রথমার্ধেই দুই গোল। দারুন জয় লাল বাহাদুরের। দুটি ম্যাচ পরাজয়ের পর দারুন কামব্যাক। তাও শক্তিশালী এগিয়ে চল সংঘ কে হারিয়ে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন পাশাপাশি এবারের নকআউট শীল্ড চ্যাম্পিয়ন এগিয়ে চল সংঘের বিজয় রথ থামিয়ে লাল বাহাদুর একপ্রকার চমক তৈরি করেছে। এটি লাল বাহাদুরের পক্ষে ষষ্ঠ ম্যাচের মাথায় তৃতীয় জয়। প্রথম ম্যাচটি ত্রিবেণীর সঙ্গে ড্র-তে শেষ করেছিল। ছয় ম্যাচের শেষে লালবাহাদুরের পয়েন্ট দশ। আজকের খেলায় প্রথমার্ধে দুই গোল দিয়ে পরবর্তী সময়ে যথেষ্ট রক্ষণাত্মক খেলে গোল দুটো ধরে রাখার প্রয়াস নেয়। শেষ পর্যন্ত সাফল্যও পায়। পক্ষান্তরে এগিয়ে চল সংঘের খেলোয়াড়রা অলআউট খেলেও গোল পরিশোধের তেমন কোনও সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেনি। প্রথমার্ধের ২৩ ও ৩৩ মিনিটের মাথায় লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের লাল বিয়াক মুয়ানার পরপর দুই গোল শেষ পর্যন্ত দলকে দুর্দান্ত জয় এনে দেয়। উপরন্ত শক্ত প্রতিরোধ গড়তে গিয়ে প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে এবং দ্বিতীয়ার্ধের শেষ পর্যায়ে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের জোসেফ লাল, ভক্ত সাধন, শাসন কুমার ও ব্যঞ্জামিন কে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। এদিকে, বিজয়ী লাল বাহাদুরের লালরিন লোয়াকে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের পুরস্কার দেওয়া হয়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ সুকান্ত তথ্য পল্লব চক্রবর্তী ও আদিত্য দেববর্মা।

অনিমেষের স্বর্ণপদক, পানিসাগরে জমজমাট স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন সাফল্য পশ্চিম জেলা দলের। অনূর্ধ ১৯ বালকদের বিভাগে পশ্চিম জেলা দলের অনিমেষ দে ৮০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে। বুধবার প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও মূল প্রতিযোগিতার আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ, বৃহস্পতিবার। বুধবার থেকে পানিসাগরে অবস্থিত রিজিওনাল কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন কমপ্লেক্সস্থিত ড. অরুণাভ রায় সিনথেটিক গ্রাউন্ডে শুরু হয়েছে অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭, অনূর্ধ ১৯ বালক ও বালিকাদের বিভাগের রাজ্যভিত্তিক স্কুল স্পোর্টস প্রতিযোগিতা ২০২৪-২৫। বুধবার বিকেলে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি ভবতোষ দাস, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান অনুরাধা দাস, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি নিখিল সাহা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উত্তর জেলা অধিকর্তা বিভাবসু গোস্বামী প্রমুখ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আসন্ন দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে এই বছর তুলসীবতী স্কুলের সামনে কার্নিভালের জন্য পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক মজুমদার, শৈলেন কুমার যাদব কমিশনার,কর্পোরেটর রত্না দত্ত ও আইসিটির সেক্রেটারী ডক্টর পি কে চক্রবর্তী ও অন্যান্য অফিসারা

চোরাই কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রের ভিত্তিতে রাজ্য পুলিশের উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী এবং বনদপ্তরের কর্মীদের যৌথ প্রয়াসে প্রায় ২লক্ষ টাকার কাঠ উদ্ধার হয়। প্রথমে খবর ছিল যুবরাজনগরে একটা বিশাল অংশের কাঠ রয়েছে।কিন্তু পুলিশ অভিযানে যুবরাজ নগর মঙ্গলখালী এবং রাধাপুরের ট্রাই জংশন থেকে প্রায় ১০০ ফুট কাঠ উদ্ধার করা হয়। উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন কাঠগুলিকে জব্দ করে এই ঘটনার সঙ্গে কারা যুক্ত রয়েছে তা বের করে আনার চেষ্টা চলছে।

শিশুর বিকাশের প্রাথমিক স্থান হল অঙ্গনওয়াড়ি ঃ টিংকু

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর : শৈশবকাল থেকেই শিশুরা সুস্থ ও সবলভাবে বেড়ে উঠলে সমাজ, রাজ্য ও দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কারণ শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। রাজ্যের শিশুরা শৈশবকাল থেকেই যাতে স্বাস্থ্যবান হয়, অপুষ্টি, রক্তাল্পতায় না ভোগে সেই লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় আজ আগরতলা টাউনহলে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৮ সালের ৮ মার্চ এই পোষণ মাহ অভিযান (জাতীয় পুষ্টি মিশন)-এর সূচনা করেন। বর্তমানে প্রতিবছর ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ পালন করা হয়।এবছর রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ-এর মূল থিম হলো রক্তাল্পতা, বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ, পরিপূরক খাদ্য খাওয়ানো, পোষণ ভি পড়াই ভি এবং সামগ্রিক পুষ্টি। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, শিশুদের বিকাশের প্রাথমিক স্থান হলো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে সবদিক দিয়ে উন্নত করতে পারলে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। রাজ্যে প্রায় ১০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। এতে প্রায় ৪ লক্ষ শিশু রয়েছে। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে লেখাপড়া, পানীয়জল, শৌচালয়, খেলাধুলা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে ৩টি জাতীয় এবং ৩০টি রাজ্যস্তরের সামাজিক ভাতা প্রকল্পে প্রায় ৪ লক্ষ সুবিধাভোগীকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। রাজ্যে ৩০ হাজার দিব্যাঙ্গজনকে ইউডিআইডি কার্ড দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেন সংকল্প নিলেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। এই সংকল্প গুণেই কাশ্মীরের দিব্যাঙ্গ বোন শীতল দেবী প্যারা এশিয়ান গেমসে সোনা, রূপা এবং এবছরের প্যারিস অলিম্পিক গেমসে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছেন। ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী পদকে ভূষিত করেছে। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর:ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিন পিলাক জেলার যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী দূর্গাবাড়ী প্রাঙ্গনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় রক্তদান মহৎদান। রক্তের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। তাই প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে সেবা পক্ষকালের কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে আজকের এই কর্মসূচী। যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি তথা বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুশান্ত দেব, প্রদেশ বিজেপির সাধরন সম্পাদক শম্ভুলাল চাকমা, দক্ষিন জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিপুল ভৌমিক, মনু বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, জোলাইবাড়ী মন্ডলের যুব মোর্চার সাধারন সম্পাদক রাজীব বিশ্বাস, বিজেপির যুব মোর্চার সম্পাদক সুদীপ গোপ সহ অন্যান্যরা।যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই রক্তদান শিবিরে মোট ৫৫ জন রক্তদান করেন।

এবছর মায়ের গমন অনুষ্ঠান মহারানী তুলসীবতী বিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তায় হতে পারে, জানালেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: এবছর মায়ের গমন অনুষ্ঠান বা কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিটি সেন্টার এর বদলে মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায়। বৃহস্পতিবার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব সহ মেয়র ও অন্যান্য কর্মকর্তারা তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন। মায়ের গমন অনুষ্ঠানের জন্য জায়গা ঘুরে দেখলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এর সচিব সহ মেয়র ও অন্যান্য আধিকারিকরা।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে বলেন গত বছর পর্যন্ত স্মৃতি সেন্টারের সামনে মায়ের গমন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে জায়গা খুবই সরু। ফলে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এসব বিষয় বিবেচনা করে এবছর মায়ের গমন অনুষ্ঠানটি অন্য কোথাও করার বিষয়ে বিগত বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল।

সেজন্যই নতুন জায়গা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করা হয়। এখানে রাস্তার দুপাশে বেশ বড় আকারের জায়গা রয়েছে। এখান থেকে সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠান করা যাবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৪ অক্টোবর মায়ের গমন অনুষ্ঠান হচ্ছে। মায়ের গমন অনুষ্ঠানের স্থান নির্ধারণের জন্য আগামী ২২ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব।

বাইক ও সাইকেলের সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: বাইক ও বাইসাইকেলের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন দুই ব্যাক্তি। আজ দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ চেছুড়িমাই সুকান্ত তাঁত শিল্পের সামনে জাতীয় সড়কে ওই দূর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁদের জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ চেছুড়িমাই সুকান্ত তাঁত শিল্পের সামনে জাতীয় সড়কে বাইক এবং বাইসাইকেল মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছে দুইজন। সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে সানীয় হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। আহতরা হলেন, বাবুল বিশ্বাস (৫৫) এবং জম্পুইজলার বাসিন্দা নাইথন দেববর্মা (১৮)।

জম্পুইজলা মহকুমা পরিদর্শনে প্রাক্তন মন্ত্রী সহ বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,১৯ সেপ্টেম্বর: জম্পুইজলা মহকুমা পরিদর্শন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিধায়কগণ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রাক্তন মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক মানব দেববর্মা, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই এবং জম্পুইজলা বিএসসি অর্থাৎ ব্লক এডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সহ একটি টিম জম্পুইজলা ব্লক অফিস পরিদর্শনে যান।

জম্পুইজলা ব্লকের উদ্যোগে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে প্রাক্তন মন্ত্রী সহ বিধায়কগন। এরপর টাকারজলা বাজার পরিদর্শন করেন প্রাক্তন মন্ত্রি সহ বিধায়ক গণ। বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে বাজারের উন্নয়ন মূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করেন।

এরপর বিধায়কগন পরিদর্শনে যান দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং গাবর্দী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসক নার্স এবং রোগীদের সঙ্গে কথা বলে বিধায়করা। হাসপাতালে যে সমস্ত পরিষেবার ঘাটতি রয়েছে সেগুলো সরকারের নজরে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন বিধায়করা। বিধায়করা জম্পুইজলা মহকুমা শাসক অফিস পরিদর্শন করেন এবং মহকুমা শাসকের অফিসের কর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

তিন বিধায়ককে এবং জম্পুইজলা ব্লক এডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান কে কাছে পেয়ে বাজারের ব্যবসায়ী থেকে অফিস কর্মচারী পথচারী এবং এলাকাবাসী তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া বিধায়কদের সামনে তুলে ধরেন।

আট লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: নেশা সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক এক নেশা কারবারি। তাঁর কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে ৯ কৌটাতে মোট ১০০গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়। এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রামনগর ফাঁড়িতে খবর আসে বড়জলা এলাকায় বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে এক নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করেছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে ৯ টি কৌটায় মোট ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৮ লক্ষাধিক হবে। ধৃত কমলাসাগরের বাসিন্দা রাজীব দত্তকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ত্রাণ কার্য্যে গিয়ে মৃত জাহিরউদ্দিনের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবি বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: বন্যায় সাধারণ মানুষের সাহায্য করতে গিয়ে বিষাক্ত কোন প্রাণীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শেষে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল জাহিরউদ্দিনের। তার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

গত ৮ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয়েছিল জহিরুদ্দিনের। উল্লেখ্য, বর্তমান ভয়াবহ বন্যার জেরে সাধারণ মানুষ যখন খুবই খারাপ সময়ে ছিলেন তখন সোনামুড়ার কাঠালিয়া ব্লকের জহিরুদ্দিন এলাকার বন্যা পীড়িত মানুষের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনই বিষাক্ত কিছু জলের মধ্যে তাকে কামড় দেয়। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা নিলেও ধীরে ধীরে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায়, তাকে ২৭শে আগস্ট সোনামুড়া সিএইচসি-তে আনা হয় এবং সেখান থেকে প্রথমে মেলাঘর এসডিএইচ-এ স্থানান্তরিত করা হয় এবং অবশেষে আগরতলার এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয় এবং সেখানে ভর্তি করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ চিকিৎসকদের চেষ্টার পর তার অবস্থার পর আই এল এস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।মৃত জহিরুদ্দিন তার স্ত্রী সামসুর নাহার এবং দুই নাবালক সন্তানকে রেখে গেছেন। অবিলম্বে নাহিরুদ্দনের পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চিঠি লেখেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

উদ্ধার ১২ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর : নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। গতকাল রাতে নন্দননগর অক্সিলিয়াম স্কুল সংলগ্ন খাকচাং রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সের ভেতরে পরিত্যক্ত এক ঘর থেকে প্রায় ৩৫ বস্তা এস কফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। যার বাজারমূল্য আনুমানিক প্রায় ১২ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন এস ডি পিও সুব্রত বর্মন। কিন্তু ওই ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার বিবরণে এস ডি পিও সুব্রত বর্মন বলেন, বেশ কিছু দিন যাবৎ নন্দননগর অক্সিলিয়াম স্কুল সংলগ্ন খাকচাং রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সের পাশে এক বিল্ডিং -এর নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। গতকাল রাতে স্থানীয়রা লক্ষ্য করেন ওই জায়গায় একটি গাড়ি দিয়ে বেশ কিছু যুবক বিভিন্ন সামগ্রী রাখছে। সাথে সাথে এবিষয়ে সানীয় মানুষ জিজ্ঞাসা করলে যুবকদের কথায় সন্দেহ হয় তাঁদের। তাঁরা এন সিসি এবং জিবি ফাঁড়িতে খবর দিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ঘর থেকে প্রায় ৩৫ বস্তা এস কফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ।

সদস্য পদ সংগ্রহ অভিযানে সাংসদ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর : আজ প্রদেশ কিষান মোর্চার উদ্যোগে মহারাজগঞ্জ বাজারের সদস্য পদ সংগ্রহ অভিযানের অংশগ্রহণ করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন বাজারের ব্যবসায়ী বৃন্দ ও নাগরিকদের সদস্যতা গ্রহণ করানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশব্যাপী সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছিল। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও ৩ সেপ্টেম্বর থেকে এই অভিযান শুরু হয়েছে। ত্রিপুরায় এ বছর ১০ লক্ষ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।এদিন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য আপামর জনগণের কাছে ভারতীয় জনতা পার্টির সুবিশাল পরিবারে সংযুক্ত হতে আজই সদস্যতা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রতাপগড় ঋষি কলোনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পোষণ মাহ পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: প্রতাপগড় ঋষি কলোনি অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোডাকশন অফ চাইল্ড রাইটস কমিশনের উদ্যোগে পোষন মাহ পালন করা হয়।

ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোডাকশন অফ চাইল্ড রাইটস এর উদ্যোগে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক পোষন মা এর আয়োজন করা হয়। প্রতাপগড় ঋষি কলোনি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে উপস্থিত ছিলেন জয়ন্তি দেববর্মা চেয়ারপারসন চাইল্ড রাইট কমিশন, আগরতলা পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত ও চাইল্ড কমিশনের সদস্য চামিলী সাহা, ঝুমা বিশ্বাস, মৈত্রী দেব, মনিকা দেববর্মা সহ অন্যানরা। এদিন এলাকার গর্ভবতী মা ও বাচ্চাদের মধ্যে প্রোটিন জাতীয় খাবার বিতরণ করা হয়।

ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোডাকশন অফ চাইল্ড রাইটস কমিশন শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজ্যের সর্বত্রই এ ধরনের কর্মসূচি পালিত হচ্ছে বলে কমিশনের চেয়ারপারসন জানিয়েছেন। এদিন এই কর্মসূচিতে ব্যাপক সংখ্যক শিশু ও মায়েরা অংশগ্রহণ করেন।

সাংবাদিক হত্যার দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি টিজেইউ'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আজ রাজ্যপালের কাছে এক স্মারক লিপি প্রদান করা হয়। এদিনের এই সাক্ষাৎকারে ২০১৭ সালে সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিক ও শান্তনু ভৌমিকের হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে বিলম্বের বিষয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।

স্মারক লিপিতে অভিযোগ করা হয়েছে, ২০১৭ সালে রাজ্যের দুইজন সাংবাদিককে হত্যা করা হলেও দোষীরা আজও সাজা পায়নি। সুদীপ দত্ত ভৌমিকের হত্যার সাথে জড়িতদের জামিনও হয়ে গেছে। অন্যদিকে সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিকের হত্যার তদন্ত প্রক্রিয়া কার্যত শুরুই হয়নি। সিবিআই এর হাতে তদন্ত ভার গেলেও তাদের তদন্তর অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এদিন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন। উল্লেখ্য, দুই সাংবাদিককে হত্যার পরে রাজ্যের সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল তৎকালীন দেশের রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে স্মারক লিপি প্রদান করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সিবিআই এর কাছে তদন্ত ভার গেলেও তদন্তের কোন অগ্রগতি হয়নি। রাজ্যপাল এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

সাক্ষাৎকার শেষে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে প্রয়োজনে আবারো এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করবে জার্নালিস্ট ইউনিয়ন। দুইজন সাংবাদিক হত্যার ঘটনার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেওয়ার দাবিতে আবারো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এদিন প্রতিনিধি দলে ছিলেন, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের উপদেষ্টা শহীদ সাজ্জাদ আলী, সভাপতি প্রণব সরকার, সাধারণ সম্পাদক অলক ঘোষ, সহ-সম্পাদক অভিষেক দে ও সদস্য জাকির হোসেন। এছাড়াও ছিলেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের জেন্ডার কাউন্সিলর সম্পাদিকা শেষদ্রী দাশগুপ্ত।

খাদ্য দপ্তর ও সদর মহকুমা শাসকের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন দোকানে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: খাদ্য দপ্তর ও সদর মহকুমা শাসকের যৌথ উদ্যোগে আজ মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে নেমে বাজারের ব্যাপক অনিয়ম লক্ষ্য করা গেছে। দোকান মালিকদের বিরুদ্ধে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন এক আধিকারিক।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, আজ মহারাজগঞ্জ বাজারে বিভিন্ন পাইকারি দোকান অভিযান চালানো হয়েছে। সরষে তেল, আলু, পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন জিনিসের দ্রব্যমূল্য যাচাই করা হয়েছে। তাতে, অনেক গড়মিল লক্ষ্য করা গিয়েছে । তাছাড়া বিভিন্ন দোকানে খাদ্যসামগ্রীর দাম সঠিক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়েছে।

ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: বন্ধুদের সাথে ঘুরতে বেরিয়ে এক ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় খোয়াইয়ের গৌরাঙ্গ টিলা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, তিনজন বন্ধুর সাথে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন উদয় দেববর্মা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাড়িতে ফিরে যায় নি। তারপর পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুজি শুরু করে। পরিবারের সদস্যদের কাছে খবর আসে উদয় দেববর্মা খোয়াই হাসপাতালে রয়েছেন। তাঁরা ছুটে গিয়ে দেখতে পান আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি ভর্তি রয়েছেন। কিন্তু কি হয়েছে তা এখনো জানা যায় নি।

কৃষকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে এআইকেকেএমএসের মহা পঞ্চায়েত আজ দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা সংগঠনের নেতৃত্বরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে কৃষকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে এআইকেকেএমএসের মহাপঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত হবে। এই মহাপঞ্চায়েতে অংশ নিতে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল আজ ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসে দিল্লির উদ্দেশ্যে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে রওনা দিয়েছেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিনিধি দলের এক ব্যক্তি বলেন, প্রায় তেরো মাস ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। ওই আন্দোলনের জেরে কৃষকদের সমস্ত দাবি মানার কথা বলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু দাবিগুলোর মধ্যে শুধু তিনটি কৃষক আইন বাতিল করেছে। বাকি দাবিগুলো এখনো মানে নি। তাই বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে কৃষকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে এআইকেকেএমএসের মহাপঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।